জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

আজ বিকেল ৩টেয় স্বাস্থ্য ভবনে ২১০টি অত্যাধুনিক মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এগুলি প্রত্যন্ত এলাকায় ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে

শীতের শিরশিরানি

শহর কলকাতায় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা নামছে। বুধবারের মধ্যে আরও কমবে তাপমাত্রা। শনিবার পর্যন্ত অপরিবর্তিত আবহাওয়া

তৈরি হল ট্রাস্ট, ১৭.৪ একর জমিতে হবে মহাকাল মন্দির

ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণে ১৬১.৩৩ কোটি দিল রাজ্য

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৬ ● ১১ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২৪ কার্তিক ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 166 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 11 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

লালকেল্লার গায়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ৯

প্রতিবেদন : রাজধানী দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। লালকেল্লার কাছেই মেট্রোর ১ নম্বর গেটের পার্কিংয়ের গায়ে ৬.৫৫টা নাগাদ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা কম করে ২০। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে এলএনজেপি হাসপাতালে। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে বলেছেন, আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। মৃতদের পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা। ঘটনার পরেই দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা-সহ বড় শহরগুলিতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, যে গাড়িটি বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সেই হুন্ডাই আই-২০ (HR26CE7674) গাড়ির আগের মালিক সলমনকে (এরপর ১২ পাতায়)

প্রশ্নের মুখে অমিত শাহ

আগে নোটবন্দি শুনেছিলাম এই এসআইআরটা ভোটবন্দি

প্রতিবেদন : নোটবন্দির পর ভোটবন্দি করতে চাইছে বিজেপি। তাই এই এসআইআরের চক্রান্ত। তিনমাস যাতে সরকার কোনও কাজ করতে না পারে, তার জন্যই আপনারা সুপার এমার্জেন্সি করে রেখেছেন। সোমবার উত্তরকন্যার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, আগে নোটবন্দি শুনেছিলাম। এই এসআইআরটা হল ভোটবন্দি। এখন শুধু ইয়েস 'স্যার'। আসলে হওয়া উচিত ছিল নো 'স্যার'। কারণ এত স্বল্প সময়ে এসআইআর হতে পারে না। দু'বছর সময় নিয়ে এসআইআর করা যেত। তাহলে মানুষকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে হত না।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, হঠাৎ নির্বাচনের আগে এসআইআর নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কেন? কেন আজ এসআইআর-আতঙ্কে এত মৃত্যু হচ্ছে? তাঁর সাফ কথা, বিজেপির কথায় এটা করা হচ্ছে। গায়ের জোরে করা হচ্ছে। বিজেপি ভোটে জিততে পারে না বলে ঘোঁট করা হচ্ছে। বাংলার মানুষ এটা সহ্য করবে না, পগার পার হতে হবে বিজেপিকে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন মানুষের জন্য, সরকারের জন্য নয়। আমি এখনও মনে করি এই এসআইআর স্থগিত হয়ে যাওয়া উচিত। ইচ্ছাকৃত বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় ফর্ম আসেনি। কোথাও একটি করে ফর্ম জমা দেওয়া হচ্ছে। মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হচ্ছে। বিএলও-দের অমানবিক প্রেসার দেওয়া হচ্ছে। তাই সময় নিয়ে এসআইআর হোক। মুখ্যমন্ত্রী এরপর বলেন, (এরপর ১২ পাতায়)

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

এসআইআরে আরও ২ মৃত্যু, সংখ্যা বেড়ে ১৯

আশা সোরেন।

শ্যামলকুমার সাহা।

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যুমিছিল চলছেই। অথচ নির্বাচন কমিশনের কোনও হেলদোল নেই। সপ্তাহের প্রথম দিনেই দুটি প্রাণ গেল। নদিয়ার তাহেরপুরে ৭২ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। নাম শ্যামলকুমার সাহা। বাড়ির লোকের দাবি, ভোটার, আধার, প্যান কার্ড ইত্যাদি থাকলেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। তাই নিয়ে দুশ্চিন্তাতেই ছিলেন। সোমবার মৃত্যু হল। পাশাপাশি এসআইআর-আতঙ্কে ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে শনিবার বিষ পান করেছিলেন ধনিয়াখালির আশা সোরেন। এসএসকেএম হাসপাতালে সোমবার দুপুরে মৃত্যু হল তাঁর। (এরপর ১০ পাতায়)

বন্ধ হোক চাপিয়ে দেওয়া জিএসটি

প্রতিবেদন : জিএসটি তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠকের ফাঁকে কেন্দ্রের নীতিকে তুলোধোনা করে তিনি বলেন, বাংলা থেকে ২০ হাজার কোটি টাকা জিএসটি বাবদ নিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। কিন্তু বাংলাকে তার প্রাপ্য দেওয়া হয়নি। জিএসটি প্রণয়নের সময়ে কেন্দ্রকে সমর্থন করা ছিল বিরাট ভুল। আমার মনে হয় জিএসটি তুলে দেওয়া উচিত। তাঁর সংযোজন, আমরাই প্রথম দল যারা জিএসটিকে সমর্থন করেছিলাম। আমরা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বড় 'ব্লান্ডার' এটা আমাদের। কিন্তু এখন আমাদের সব টাকা, ট্যাক্স কেন্দ্রের সরকার রাজ্য সরকার থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার কীভাবে সেই জিএসটির টাকা নয়ছয় করছে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের ভাগের টাকা না দিয়ে অন্য জায়গায়, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে ডাইভার্ট করছে। সেই টাকা 'ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার' করছে। বিদেশে গিয়ে সোনার মালা পরছে। আর তাদেরকে সাহায্য করছে, দেশের মানুষকে নয়। (এরপর ১২ পাতায়)

জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিলিট পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

খবর ৫ পাতায়

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভুল

মানুষ কখনো ভুল করে না
ভুল করেন কিছু নেতা,
তাই তাদের বক্তব্যের খেসারত
দিতে মানুষের সেই মাথা ব্যথা।
বাস্তব কারো হাতের মুঠোয় নয়
নেই কোনো ফাঁকা ময়দান
ছক্কা-পাঞ্জার ছকের বাসরে
তাই চলে না ছক্কাদান।
অতি পরিচিত ভাষা অতিরঞ্জিত
অদ্ভুতাঞ্জনের কড়চা
চোখের ভর্ৎসনা গোপন সঞ্চারে
খুলে দেয় ফাঁকা তরজা।

সেরা যাত্রী সাথী

প্রতিবেদন : বাংলার মুকুটে ফের জাতীয় সেরার পুরস্কার। এবার সেরার স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিল যাত্রী সাথী প্রকল্প। শহুরে পরিবহণে গোটা দেশে এখন মডেল বাংলা। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'যাত্রী সাথী' অ্যাপকে শহরাঞ্চলে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় সেরার পুরস্কার দিল কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। (বিস্তারিত ভিতরে)

রিচার নামে

প্রতিবেদন : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের রিচা ঘোষের নামে উত্তরবঙ্গে স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। সোমবার উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে রিচাকে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংবর্ধিত করে সিএবি ও রাজ্য সরকার। এদিন তাঁর নামে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঘোষণা করে তাঁকে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। (বিস্তারিত ভিতরে)

তারিখ অভিধান

১৯১১ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১৯১১-১৯৭৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জমিদারপুত্র, কিন্তু সে-জমিদার নিজেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন, ফলে আত্মবিরোধের উপাদান জ্যোতিরিন্দ্রের রক্তের মধ্যেই ছিল, শ্রীরামপুরের রাজার এই ভাগিনেয়র 'জনতার মুখরিত সখ্যে' এসে বামপন্থী হওয়া তাই যেন সহজ এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। আনখশির কবি আর শিল্পী এই মানুষটি বিএসসি পাশ করলেন কেন, কেন তার পরে ইংরেজি সাহিত্যে স্পেশাল অনার্স আর এমএ করে নিলেন, সে-ও এক বিরোধ-নির্বাচনের আখ্যান। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁদের কাছে মানুষটিকে মোটেই আত্মদীর্ণ ও চৌচির ব্যক্তি বলে মনে হয়নি। বরং রগুড়ে আর হুল্লোড়ে, প্রাণ ও সৃষ্টিতে সর্বদা টগবগ করছেন, এমন মানুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। তাঁর কবিতা সংগ্রহ, গানের ধ্বনিমুদ্রা, সর্বোপরি গণনাট্যের সেই অবিশ্বাস্য উন্মোচক সংগীত— 'এসো মুক্ত করো, মুক্ত করো, অন্ধকারের এই দ্বার'— যা গণনাট্যের চৌহদ্দি পেরিয়ে অনেক দূরে দূরে বিস্তারিত হয়, এ-সবের মধ্যে এখনও জ্যোতিরিন্দ্রকে ধরা যায়।

১৯০৮ গজেন্দ্রকুমার মিত্র

(১৯০৮-১৯৯৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯-এ তিনি 'কলকাতার কাছেই' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৬৪-তে 'পৌষ ফাগুনের পালা' উপন্যাসের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার পান। ১৯৩৮ সালে বন্ধু সুমথনাথ ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় 'মিত্র অ্যান্ড ঘোষ' প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেন।

২০০৪ ইয়াসের আরাফত

(১৯২৯-২০০৪) এদিন প্যারিসে মারা যান। প্যালেস্টাইন অথরিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৯৬-২০০৪। প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৯৬৯-২০০৪। ১৯৯৪-তে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯১৮ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল এদিন ভোর ৫টায়। রেলগাড়ির একটা কোচে বসে মিত্র শক্তি ও জার্মানি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ফারদিনান্দ ফোক এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ৬ ঘণ্টা পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ হতাহত হন।

১৮৩১ ন্যাট টারনারকে

(১৮০০-১৮৩১) এদিন ভার্জিনিয়ার জেরুজালেমে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ন্যাট কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। অনুগামী কৃষ্ণাঙ্গ দাসেরা ন্যাটকে 'প্রফেট' বলে মান্য করত। সেই দাস-বিদ্রোহে ৬০ জন শ্বেতাঙ্গ নিহত হন। পাল্টা হানাদারিতে বহু কৃষ্ণাঙ্গের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

১৯৩৬ মালা সিনহা

এদিন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মসূত্রে নেপালি ভাষাভাষী। হিন্দি-বাংলা ও নেপালি ছবিতে অভিনয় করেছেন। অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্যায়াসা', 'ধুল কা ফুল', 'অনপড়', 'গুমরাহ', 'দিল তেরা দিওয়ানা', 'আঁখে' ইত্যাদি।

১৮৮৮ আচার্য কৃপালনী

(১৮৮৮-১৯৮২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় তিনিই ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি। গান্ধীবাদী রাজনীতিবিদ। পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র পার্টিতে যোগ দেন।

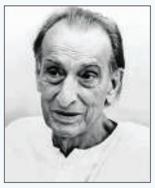

১৯৮৯ ওয়াশিংটন জুড়ল আমেরিকায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হল ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের ৪২তম প্রদেশ হিসেবে তার এই অন্তর্ভুক্তি। ওয়াশিংটনের প্রাদেশিক রাজধানী অলিম্পিয়া।

কর্মসূচি

■ এসআইআরকে কেন্দ্র করে বিজেপি সাধারণ মানুষের কাছে যে অপপ্রচার করে চলেছে দিনের পর দিন, মূলত তারই বিরুদ্ধে সাংবাদিক সম্মেলনটি করলেন বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশঙ্কর রায়। এদিনের এই কর্মসূচিতে ছিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন বিধানসভার তৃণমূলের বিধায়ক, মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৩

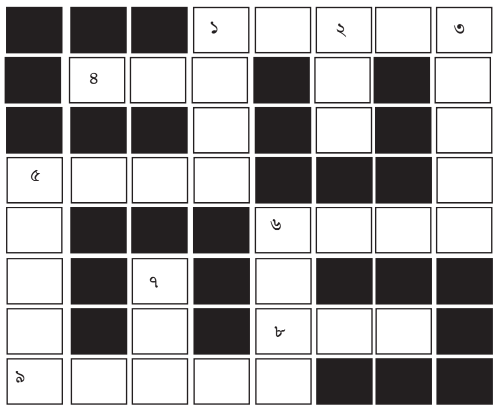

পাশাপাশি : ১. সমস্ত গণনীয় বস্তু একজায়গায় ঢেলে গোনা ৪. সীমা ৫. গানের ধুয়োর পুনরাবৃত্তি ৬. হজম ৮. নৃপতি, রাজা ৯. কেম্ব্রিক কাপড়।

উপর-নিচ : ১. গোপনতা ২. মঙ্গল কামনা ৩. শিব ৫. সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান ৬. মৃত্যু ৭. রচনা, গড়ে তোলা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫২ : পাশাপাশি : ১. জানত ৪. বইপাগলা ৬. গুণক ৭. রফানামা ৯. নোলাদাগা ১২. পুলক ১৩. চেষ্টাচরিত্র ১৪.করবী। **উপর-নিচ :** ১. জালগুটানো ২. তবক ৩. দুপাত্তর ৫. লাঞ্ছনা ৮. মাদকসেবী ১০. লালচে ১১. গালেচড় ১২. পুত্রক।

১০ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩১০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫২৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫২৭০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬৬	৮৮.১৬
ইউরো	১০৪.১৮	১০২.০৮
পাউন্ড	১১৮.৯২	১১৬.০৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সারা আলি খান

■ পাওলি দাম

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর
11 November, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী • ক্যামেরাবন্দি নানা মুহূর্ত

বাংলায় সর্ববৃহৎ মহাকাল মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া শুরু

প্রতিদিন : বাংলায় সবথেকে বড় মহাকাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভায় পাশ হয়েছে এবং সেইমতো মহাকাল মন্দিরের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। সোমবার শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সবথেকে বড় শিবমন্দির তৈরির জন্য জমি মিলেছে চাঁদমণিতে। ১৭.৪ একর জমিতে তৈরি হবে মহাকাল মন্দির। এর জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে ট্রাস্ট। মন্ত্রিসভায় আলোচনার পরই ট্রাস্ট গঠন করে মন্দির তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, বিনামূল্যে এই মন্দিরের জমি দিচ্ছে সরকার। কাছাকাছি একটি কনভেনশন সেন্টারও তৈরি করা হবে। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির, কোচবিহারের মদনমোহন মন্দির, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরের পুরোহিতরা এই ট্রাস্টে থাকছেন। থাকছেন হিডকো আহ্বায়ক-সদস্যও। ট্রাস্ট কমিটিতে গৌতম দেব, সঞ্জয় টিব্রুয়াল, দিলীপ দুগ্গার, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়, হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, সত্যম রায়চৌধুরী, অংশুমান চক্রবর্তী, রোমা রেশমি এক্কা, অনিত থাপা, ডিএম দার্জিলিং ও এসপিকে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির স্থাপন ও পুজোর রীতিনীতি স্থির করবেন ওই পুরোহিতরাই।

রিচার নামে হবে ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ২২ বছরের রিচা ঘোষের নামে উত্তরবঙ্গে স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। সোমবার উত্তরকন্যার প্রশাসনিক সভা থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে রিচা ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সংবর্ধিত করে সিএবি ও রাজ্য সরকার। এরপর এদিন তাঁর নামে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ঘোষণা করে তাঁকে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাত্র ২২ বছর বয়সে রিচা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। তাঁর শহরে তাঁর জন্য বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছে। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তাঁদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে সম্মানিত করেছি। এখন তাঁর উদ্দেশ্যে আমি একটি স্টেডিয়াম তৈরি করতে চাই। এখানে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম করব। প্রায় সাতাশ একর জমি আছে চাঁদমারি বাগানে। আমি মেয়রকে বলব ওটা একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করতে। এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামটির নাম হবে 'রিচা ক্রিকেট স্টেডিয়াম'। ভবিষ্যতেও মানুষ যেন তাঁর পারফরম্যান্স মনে রাখে এবং তাঁকে দেখে যেন অনেকেই অনুপ্রাণিত হন। তাই এই পরিকল্পনা রাজ্যের।

এছাড়া রিচা ঘোষের নামে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি স্ট্যান্ড করবে শিলিগুড়ি পুরসভা। শুক্রবার শিলিগুড়ি বাঘাযতীন পার্কে রিচা ঘোষের নাগরিক সংবর্ধনা সভায় এই ঘোষণা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শহরের ফুলেশ্বরী এলাকায় এই ইন্ডোর স্টেডিয়ামটির মেরামতি শুরু হয়েছে। এ-বছরেই সেটি চালু হবে। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের তরফে রিচাকে পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরি ও বঙ্গভূষণ সম্মান দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নির্মাণে ১৬১ কোটি, দেওয়া হল কৃষি সহায়তাও

প্রতিবেদন: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করল রাজ্য সরকার। শুধু ঘরবাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি নয়, বিপর্যয়ের জেরে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষাবাদেও। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি নির্মাণ ও চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। এদিন ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি পুনর্নির্মাণে দেওয়া হল ১৬১.৩৩ কোটি টাকা। এছাড়া কৃষকদের ১০ কোটি টাকার বীজ প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১১,৫৫৫টি বাড়ি। গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩,২৩৯ পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বন্ধ করে দেওয়ার আগে বাংলাই ছিল দেশের এক নম্বর রাজ্য। ৪৫.৭ লক্ষেরও বেশি ঘর নির্মিত হয়েছে। কেন্দ্রের সহায়তা বন্ধ হওয়ার পর রাজ্য সরকার 'বাংলার বাড়ি' সকলের জন্য নিয়ে এসেছে। আরও ২৮ লক্ষ পরিবারকে ঘর তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বন্যা ও ধস কবলিত কৃষকদের ফসলের বীজ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১,১৬,০০০-এরও বেশি কৃষককে ৬.৫ কোটি টাকার বীজ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০,৭২৪ জন কৃষককে ৩.৫ কোটি টাকার মৌসুমি সবজি বীজ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় ১,০৫০ জন কৃষককে কমলালেবু, আদা ও বড় এলাচের চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বন্যা ও ধস কবলিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার ৮০৭ জন কৃষককে কৃষি জমি পুনরায় চাষযোগ্য করার জন্য ৪৭ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। ফসলহানির মূল্যায়ন শেষ হলে শীঘ্রই বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১.১৩ কোটি কৃষক ৩,৯৩৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এদিন উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার ৩,৪৯১ জন উপভোক্তাকে পাট্টা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট ৬.৫৬ লক্ষেরও বেশি পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলে প্রভূত উন্নয়ন

মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান অঞ্চলে মোট ৫৩টি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। চা-বাগান শ্রমিকদের শিশুদের জন্য ১৫টি নতুন ক্রেশ উদ্বোধন করেছি। এখন পর্যন্ত মোট ৯৫টি ক্রেশ নির্মিত হল। শিশুদের নিরাপদে স্কুলে পৌঁছানোর জন্য ১০টি বাস পরিষেবারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সম্প্রতি ২৪টি চা-বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে, যাতে ২২,০০০ শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন। এর আগে ৫৯টি চা-বাগান চালু করা হয়েছিল। এছাড়া চা-বাগান শ্রমিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছি। তাঁদের জন্য চা সুন্দরী প্রকল্পে মাথার উপর ছাদ, রেশন, জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা ও দৈনন্দিন সুবিধা নিশ্চিত করেছি।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রশ্নে নিরাপত্তা

দিল্লিতে লালকেল্লার গায়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণে প্রচুর হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। দেশের রাজধানীতে এই ধরনের ঘটনা নিশ্চিতভাবে মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে। পুলিশ বেশ কয়েকদিন ধরেই দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করছিল। উদ্ধার হচ্ছিল বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ বিভিন্ন মারণ সামগ্রী। তার মাঝেই এই ঘটনা। পুলিশ-সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি তদন্ত করবে। কিন্তু ঘটনা হল লালকেল্লার মতো স্পর্শকাতর জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে কী করে? যেখানে রাজধানী সুরক্ষিত থাকে না, সেখানে মানুষের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। গাড়িতে বিস্ফোরক ছিল নাকি অন্য কোনও কারণে বিস্ফোরণ হয়েছিল, তা তদন্তে জানা যাবে। কিন্তু বিস্ফোরণের মাত্রা এতটাই তীব্র ছিল যে কোনও কিছুই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে যে গাড়িটিতে প্রথম বিস্ফোরণ হয় সেটি বারবার হাতবদল হয়েছে। ফলে তদন্তের মাধ্যেই বোঝা যাবে এটি নেহাত দুর্ঘটনা না নাশকতা। মাথায় রাখতে হবে লালকেল্লার মতো এলাকা খুবই জমজমাট। পুরনো দিল্লির এই জায়গায় শুধু দেশের পর্যটক নয়, বিদেশেরও বহু পর্যটক আসা-যাওয়া করেন। দেখার বিষয় মৃত ও আহতদের মধ্যে কোনও বিদেশি রয়েছেন কি না! কারণ মৃতদের অনেকের পরিচয় জানা যায়নি। বেশ কিছু দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজধানীর বুকে এই ধরনের ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে বাধ্য।

e-mail থেকে চিঠি

সীমাহীন দ্বিচারিতা

নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বিদেশ থেকে সব কালো টাকা ফিরিয়ে আনবেন। ১১ বছর কেটে গিয়েছে। কালো টাকা ফেরত আসেনি। প্রধানমন্ত্রী নোট বাতিলের ঘোষণা করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর্থিক নয়ছয়, জাল নোটের জমানা শেষ হয়ে গেল। প্রায় সব ৫০০-১০০০ টাকার নোটই ফিরে এসেছিল রিজার্ভ ব্যাংকের কোষাগারে। সেটাও ৯ বছর আগে। নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন দুর্নীতি-মুক্ত দেশের। এই ব্যাপারে তিনি নাকি 'জিরো টলারেন্স'। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েও দেশকে দুর্নীতি-মুক্ত করার মতো কোনও পদক্ষেপ সরকারিভাবে দেখা যায়নি। এই দাবি কার? খোদ বিশ্ব ব্যাংকের। সম্প্রতি ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তারা। তাতে তারা সাফ জানিয়েছে, আর্থিক দুর্নীতি গোড়া থেকে কেটে ফেলার কোনও উদ্যোগই মোদি সরকার নেয়নি। অর্থাৎ, সেই প্রকাশ্যে কেন্দ্রের দু'মুখো নীতি। মুখে যা, কাজে তার প্রতিফলন নেই। এটাই নরেন্দ্র মোদি, এটাই বিজেপি। যা বলে তা করে না। যা করে সেটা বলে না। ভারতের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কারের একটি রুটম্যাপ ২০১৭ সালে দিয়েছিল বিশ্ব ব্যাংক। সেখানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিমা, শেয়ার বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের সুপারিশের পাশাপাশি, দেশের নেতা, মন্ত্রী, শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আর্থিক অনিয়ম বন্ধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জানিয়েছিল, এর জন্য ভারত সরকারকে সুনির্দিষ্ট আইনি ঘেরাটোপ তৈরি করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মন্ত্রী, আমলা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অনেকেই ক্ষমতার জোরে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়েন। যথাযথ কর না মিটিয়ে কালো টাকার পাহাড়ে চড়ে বসেন তাঁরা। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সুপারিশ ছিল, এক্ষেত্রে নজরদারি বাড়াতে হবে। কালো টাকা যাতে কোনওভাবে পাচার না হয়, তার জন্য আগাম আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্ব ব্যাংক তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে সেই সুপারিশের প্রসঙ্গ টেনে স্পষ্ট জানিয়েছে, তাদের সুপারিশকে পাত্তাই দেওয়া হয়নি। টাকা পাচার রোখার কোনও উদ্যোগ নেয়নি নরেন্দ্র মোদি সরকার। এমনকী, ব্যাংকগুলিকে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি-পিছু সরকারের রাজস্ব আদায় ২০.৭ শতাংশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তা গত অর্থবর্ষে ২০.৯ শতাংশ ছিল। অর্থাৎ উপসংহার একটাই— পরিস্থিতি নিম্নগামী।

— ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আমি বাঙালি, আমি ভারতীয়

যে দ্রুততায় এসআইআর শুরু হয়েছে বাংলায়, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ নিয়ে রাজ্যবাসীর একাংশের মনে আতঙ্ক দানা বাঁধছে। এসআইআর-এর 'আতঙ্কে' মৃত্যু এবং আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটে চলেছে একের পর এক। কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কী হতে চলেছে, ব্যাখ্যায় রাহুল চক্রবর্তী

একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর, মা-ঠাকুমার মুখের এই প্রবাদবাক্য আজ যেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ঘরে বিদ্যমান। এক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আগেই আর এক নতুন বিপদ এসে হাজির হয়েছে বাঙালির জীবনে। গত প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে ভিনরাজ্যে সরাসরি বাঙালি নিধনের যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ গেরুয়াধারীরা শুরু করেছিল, আজ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)-এর মধ্যে দিয়ে সেই গেরুয়াধারী নরপিশাচের দল বাঁকা পথে বাংলার আপামর জনসাধারণকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে রক্তপিপাসু নরখাদকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে।

খেলা একটা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণ করলেই মানুষ বুঝতে পারবে, যে কী ভয়ঙ্কর খেলা এই দাঙ্গাবাজের দল শুরু করেছে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইতিমধ্যে মা-মাটি-মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রণহুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা যে খেলা শুরু করেছ, সেই খেলা আমরা শেষ করব।

স্পষ্ট হচ্ছে রাম আর বামের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ওরা সবাই রামরেড। আমরা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে অবগত যে ৩৪টা বছর ধরে একটা রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাংলার মানুষকে কীভাবে বিপথগামী করেছে, শুধু তাই নয় নিজেদের আখের গোছাতে কত যে মায়ের কোল এরা খালি করেছে, কত যে স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, কত সন্তানকে পিতৃহারা করেছে। ঠিক এই একইভাবে আজ দাড়িভাই আর মোটাভাইয়ের দলের জন্য গত কয়েকদিন ধরে বাংলার ঘরে ঘরে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে।

একবার ভাবুন তো কী কারণে এই SIR। অনেকে বলছেন ২০০২ সালেও তো SIR হয়েছিল, তাহলে আজ কীসের অসুবিধা। আরে ২০০২ সালে প্রায় দু-বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছিল, কিন্তু আজ মাত্র ২ মাসে দাড়িভাই আর মোটাভাইয়ের তোষামোদকারী দেশের অপদার্থ নির্বাচন কমিশন এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে। বছরের পর বছর ধরে বংশ-পরম্পরায় বসবাস করা দেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এ কোন ভারতবর্ষে বাস করছি আমরা, ভাবতেই আজ লজ্জা লাগছে।

প্রশ্ন করবেন না আপনারা আজ, যে ভোটার তালিকাকে নির্বাচন কমিশন ভুল প্রমাণিত করতে চাইছে, তাহলে গত দেড় বছর আগে ২০২৪ সালে ভারতবর্ষের লোকসভা নির্বাচন কীভাবে এই ভুল ভোটার তালিকা নিয়ে হল! দেশের ৫৪৩ জন সাংসদ কীভাবে এই ভুল ভোটার তালিকার উপর দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হলেন, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের সকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা কীভাবে নির্বাচিত হলেন। তাহলে সকল সাংসদের উচিত ইস্তফা দিয়ে পদত্যাগ করে নতুন ভোটার তালিকা নিয়ে পুনরায় নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। একথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

সত্যি তো আজকে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ এবং মায়ানমারকে ঘিরে যে ন'টি রাজ্য রয়েছে, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র বাংলায় SIR করতে হবে। কেন? প্রশ্ন করবেন না। বাংলাকে এত ভয়? বাংলায় কথা বললে বাংলাদেশি, মাছ খাওয়া যাবে না। আমি কী পড়ব, আমি কী খাব এটা তুমি ঠিক করে দেবে দাড়িচাচা? এত আস্পর্ধা ভাল নয়, জেনে রেখো দুর্বৃত্তের দল। বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সিংহভাগ বিপ্লবীর জন্মগ্রহণের মাটি।

ভাবতে পারেন এই অপদার্থ নির্বাচন কমিশনের অবস্থা। গত ৩০ অক্টোবর এই খবর সামনে এসেছে, যে বিএলও-দের দিয়ে হাতে কলমে নির্বাচন কমিশন এই SIR-এর কাজ করাবেন, নদিয়ার চাকদহ ব্লকে সেইরকম ১৩ জন বিএলও-র নামই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই! যা তা ব্যাপার।

আসলে যে দেশের একজন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী ১৫ অগাস্ট দেশের স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন-পরবর্তীতে কবিগুরুর লেখা বাংলায় জাতীয় সঙ্গীত গাইতে পারেন, অথচ একটি রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বললে সেই রাজ্যেরই তাঁর দলেরই ডবল ইঞ্জিন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি বলে পুশব্যাক করার কথা বলেন। তাঁর দলেরই এক নেতা, যিনি নিজেকে আইটি সেলের প্রধান বলে দাবি করেন, তিনি একধাপ এগিয়ে বলেই ফেললেন বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! আরে মূর্খের দল সংবিধান-স্বীকৃত ২২টি ভাষার মধ্যে অন্যতম হল এই বাংলা ভাষা, যা কিনা ধ্রুপদী ভাষার তকমা পেয়েছে। সেটা আপনারা জানেন না। জানবেনই বা কী করে। যেখানে বাংলার সাধারণ মানুষ নিজেদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার চিন্তায় সর্বক্ষণ আতঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে, দিকে দিকে মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন, তখন সেইসব মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে আপনাদের দুই বিধায়ক কল্যাণী এইমসে পিছন দরজা দিয়ে দুনম্বরি ভাবে লোক নিয়োগের নোংরা কাজে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত। ছিঃ, আপনারা বুঝবেন বাংলার মানুষের দুঃখ? কোনওদিনই না। বাংলার মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট যদি কোনও রাজনৈতিক দল বুঝে থাকে, সেটা হল একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেকদা কালবিলম্ব না করে নিমেষে ছুটে গিয়েছেন পানিহাটিতে। অসহায় পরিবারের সহায়সম্বলহীন মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে মা-মাটি-মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে স্লোগান তুলেছেন— 'সারা বাংলার একটাই স্বর, জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' এটাই হল বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার কৃষ্টি। উৎসবের দিনে যেমন সকলে সকলের পাশে থেকে আনন্দে মেতে উঠি, ঠিক তেমনভাবেই বিপদের দিনে একজন আর একজনের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিই, ভরসা জোগাই। আর ওই অপদার্থ গদ্দারটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ৪ তারিখ নাকি মিছিল করবে! অসভ্য, বর্বর দু-কান কাটা নির্লজ্জ বেহায়ার দল সব। ৪ তারিখ আমরাও মমতাদি আর অভিষেকদার নির্দেশে রাজপথে নামছি। দেখি কত ধানে কত চাল! গদ্দারটাকে বুঝিয়ে দেব।

সামনে SIR, আর পিছনের দরজা দিয়ে NRC। এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের আজকের ব্লু প্রিন্ট। এই কথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে বলে এসেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই হৃদয়হীন খেলা চিরতরে বন্ধ করুন। বাংলা NRC বরদাস্ত করবে না। আমরা কাউকে জনগণের মর্যাদা কেড়ে নিতে দেব না। দিল্লির জমিদাররা শুনে নিন, বাংলা প্রতিরোধ করবে, বাংলা রক্ষা করবে, বাংলা জয়ী হবে।

জয়ী তো আমরা হবই। মাথার উপর যেখানে মমতাদি এবং অভিষেকদা-র মতো দুজন মানুষের আশীর্বাদের হাত আছে সেখানে আমাদের জয় আটকায় কার সাধ্যি—

প্রয়োজন হলে দেব একনদী রক্ত।
হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,
অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে-পাহাড় টলবেই।
জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

আর এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই মা-মাটি-মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ২০২৬-এ গণতান্ত্রিক উপায়ে এই অপদার্থ রামরেডদের নিক্ষেপ করে ঘাসফুল-খচিত জয়ের তেরঙ্গা আকাশে বাতাসে উড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে গেয়ে উঠব— বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

জয় বাংলা, খেলা হবে।

আমতার বাকসি হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের রাস উৎসবে সুকান্ত পাল

আজ স্বাস্থ্য ভবনে উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

চালু হচ্ছে ২১০টি আধুনিক মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট

প্রতিবেদন : রাজ্যের প্রত্যন্ত ও গ্রামীণ এলাকায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার ২১০টি নতুন মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করছে। মঙ্গলবার, স্বাস্থ্য ভবন থেকে এই ইউনিটগুলির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও কয়েকটি নতুন প্রকল্পের সূচনাও করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রতিটি ইউনিটে থাকবে চিকিৎসক, নার্স এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে এই ইউনিটগুলি সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। ১২ অগাস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যজুড়ে ২১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনেক ইউনিটে উন্নত পরিষেবা যেমন এক্স-রে এবং আলট্রাসাউন্ডের মতো সুবিধা থাকবে। ডাক্তার ও নার্সের পাশাপাশি প্রতিটি ইউনিটে বিশেষ অ্যাটেনডেন্ট থাকবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টেয় স্বাস্থ্যভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে সরাসরি ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে এই ইউনিটগুলি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, এই প্রকল্প চালু হলে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে চিকিৎসা পরিষেবা, বিশেষত দূরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা আরও সহজে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

‘যাত্রী সাথী’র সেরার স্বীকৃতি
শহুরে পরিবহণে মডেল বাংলা

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের মুকুটে ফের জাতীয় সেরার পুরস্কার। এবার সেরার স্বীকৃতি ছিনিয়ে নিল যাত্রী সাথী প্রকল্প। শহুরে পরিবহণে গোটা দেশে এখন মডেল বাংলা। সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘যাত্রী সাথী’ অ্যাপকে শহরাঞ্চলে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার কারণে সেরার পুরস্কার দিল কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। এই প্রকল্পকে এক্সিলেন্স পুরস্কার ও বেস্ট আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্টের রানিং ট্রফি দেওয়া হয়েছে।

Mamata Banerjee
@MamataOfficial

Proud moment for West Bengal!

Yatri Sathi, by the IT&E Department, Government of West Bengal, has received the Award of Excellence and the running trophy for Best Urban Transport Project by MoHUA, Government of India.

Now being replicated by several States, this people-first mobility model has completed over 1.42 crore rides, benefiting over 1.3 lakh drivers and 45 lakh passengers.
My heartiest congratulations to all those associated with this outstanding work.

Once again, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow.

রাজ্য সরকার শহুরে পরিবহণ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা ও নাগরিক সুবিধাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শুরু করেছিল ‘যাত্রী সাথী’। ক্যাশলেস ট্রানজাকশন, রিয়েল-টাইম ম্যাপিং, নিরাপদ যাত্রা ছিল এই পরিবহণ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রকল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে শহর কলকাতায়। বাংলাজুড়েই শহুরে পরিবহণে গুরুত্ব বাড়তে থাকে যাত্রী সাথী প্রকল্পের। এবং জাতীয় স্তরে তা ক্রমেই মডেল হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী এক্স বার্তায় জানান। এদিন পর্যন্ত ‘যাত্রী সাথী’ অ্যাপ ব্যবহার করে মোট ১.৪২ কোটির বেশি যাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ১.৩ লক্ষেরও বেশি চালক এবং এই পরিষেবার সুবিধা পেয়েছেন প্রায় ৪৫ লক্ষ যাত্রী। রাজ্যের এই মডেল ইতিমধ্যেই দেশের একাধিক রাজ্য গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতকে পথ দেখাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই স্বীকৃতি বাংলার জন্য গর্বের মুহূর্ত। এই অসাধারণ কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আবারও প্রমাণ হল বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত আগামীকাল তা ভাবে।

জাপানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুটে নতুন পালক। আর এক আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন তিনি। জাপানের ইয়োকোহামা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তাঁকে ডি-লিট (ডক্টর অব লিটারেচার) সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করতে চলেছে। আগামী ১২ নভেম্বর কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রদান করা হবে। সূত্রের খবর, জাপান থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদল কলকাতায় আসবেন এবং রাজ্যের শিক্ষা দফতরের আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই সম্মান তুলে দেবেন।এটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় ডি-লিট উপাধি। এর আগে ২০১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট প্রদান করেছিল। সেই সময় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর হাতে সম্মানটি তুলে দেন। ২০২৩ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডি-লিট পান। এবার বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই মর্যাদাপূর্ণ উপাধি পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সাম্মানিকের মুকুটে যুক্ত হচ্ছে এক নতুন পালক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশ-বিদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই সম্মান প্রদান করা হচ্ছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য, এর আগে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি মুখ্যমন্ত্রীকে ডক্টরেট সম্মান প্রদান করেছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নানা দিক তুলে ধরেন।

চাকরি ফিরছে আরও ১৮২ জনের

প্রতিবেদন : ২০১৬-এর বাতিল প্যানেলের মধ্যে থাকা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর মধ্যে যাঁরা ২০১৬ সালের আগে থেকে এই পেশায় ছিলেন তাঁদের পুরনো কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই অনুযায়ী প্রথম ধাপে ১৬৬ জনকে চাকরি ফিরিয়ে দিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার দ্বিতীয় ধাপে আরও ১৮২জনকে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ডাকা হল। জানা গিয়েছে এদেরকে অনুমোদনপত্র দিয়েছে এসএসসি। এই ১৮২ জনকে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে আজ ও আগামিকাল পর্ষদের অফিসে যেতে বলা হয়েছে। এই নথির মধ্যে অবশ্যই করে এসএসসির অনুমোদনপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, পুরনো চাকরিতে ইতিমধ্যে প্রাথমিকের ১,৯৮৯ জন ফিরে গিয়েছেন। এবার নবম দশম ও একাদশ-দ্বাদশে এসএসসিতে সুপারিশপত্র দেওয়া হবে ৫৪৬ জনকে। এই ১৬৬ জনের মধ্যে সকলেই যে পুরনো স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। তেমনটা নয়। যাঁদের পুরনো স্কুলে শূন্যস্থান আছে তাঁদের সেখানে বাকিদের পার্শ্ববর্তী কোনও স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দফতর ৫৪৬ জনকে যাবতীয় নথি নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করতে বলেছিল। সেইমতো গত ২৫ অক্টোবর কাউন্সেলিং ছিল। এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার আগেই জানিয়েছিলেন, এই সমস্ত শিক্ষকরা যে আবার নিজেদের পুরনো স্কুলেই ফিরে যেতে পারবেন তেমনটা নয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে জেলায় যেমন জায়গা ফাঁকা থাকবে সেই অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে তাঁদের। এতে সেই শিক্ষকরা নিজেদের জেলার স্কুল নাও হতে পারেন। এদিকে ৫৪৬ জন সংখ্যাটা যেহেতু কম নয় তাই খানিকটা সময় লাগলেও যত দ্রুত সম্ভব এসএসসি এই বিষয়টির সেরে ফেলতে চাইছে।

■ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (উপরে), মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (নিচে) সোমবার।

দুধের দাম বাড়ল

প্রতিবেদন : দাম বাড়ল বাংলার ডেয়ারির দুধের। মাত্র চার টাকা বেড়ে ৫৬ থেকে ৬০ টাকা হল দুধের দাম। ‘তৃপ্তি’র প্রতি লিটার দুধের দাম ৫২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৪ টাকা। ‘স্বাস্থ্যসাথী ডবল টোন’ দুধের প্রতি লিটারের দাম ৪৬ থেকে বেড়ে হল ৪৮ টাকা। তবে ঘি, পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের দামে পরিবর্তন হয়নি। দুগ্ধ উৎপাদকদের দিকে তাকিয়ে বাংলার ডেয়ারি গত দু’বছর ধরে সর্বাধিক মূল্যে দুধ কিনছে। কিন্তু এই বছরে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে বাংলার ডেয়ারি দুধের বিক্রয়মূল্য কিছুটা বাড়িয়েছে।

ড্রাফট রোলে নাম নেই সস্ত্রীক সব্যসাচী দত্তের

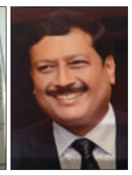

প্রতিবেদন : সস্ত্রীক সব্যসাচী দত্তের নাম নেই ইলেক্টোরাল ড্রাফট রোলে। তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে বিধাননগরের কাউন্সিলর। ২০০০ সালেও কাউন্সিলর। তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তও তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিলেন। সব্যসাচী এখনও ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। অথচ এঁদের দু’জনের কারও নাম নেই! দু’জনের বাড়ির ঠিকানা হল, ডিএল— ২৩৯, সেক্টর ২, সল্টলেক। এটি বিধাননগর পূর্ব থানার মধ্যে পড়ে। আগেকার ওয়ার্ড নম্বর ছিল ১৩। মজার বিষয় হল, ডিএল ২৩২ থেকে ২৪০ পর্যন্ত মোট আটটি বিল্ডিংয়ের ভোটারদের নাম নেই। এটা পূর্বতন বেলগাছিয়া পূর্ব বিধানসভার অন্তর্গত ছিল। একটা সময় জ্যোতি বসু এই ওয়ার্ডের ভোটার ছিলেন। যে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ধরে এখন এসআইআর করছে নির্বাচন কমিশন, সেসময় কাউন্সিলর ছিলেন সব্যসাচী। অথচ নাম নেই। তৃণমূল নেতৃত্ব বারবার অভিযোগ করেছেন কমিশনের কর্মপদ্ধতি ও ভোটার তালিকার এই নাম না থাকা নিয়ে। তৃণমূল ভবন থেকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে তোপ দেগেছেন কমিশনের বিরুদ্ধে। কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় এই নাম না থাকার ঘটনা সামনে এসেছে। তাও কমিশনের কোনও হেলদোল নেই।

অনশনে সাংসদ

সংবাদদাতা, ঠাকুরনগর : এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরবাড়িতে অনশন শুরু হয়েছে। এবার অনশনে বসতে চলেছেন সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। আগামীকাল, বুধবার থেকে আমরণ অনশনে বসবেন তিনি। অনশন সোমবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল। এদিন মঞ্চে আসেন সাংসদ। এখনও পর্যন্ত অসুস্থ হয়েছেন ৮ অনশনকারী। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মদের মূল্যবৃদ্ধি

প্রতিবেদন : ১ ডিসেম্বর থেকে বাড়ছে মদের দাম। আবগারি দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, দেশি এবং বিদেশি সব ধরনের মদের দাম বাড়তে চলেছে। ন্যূনতম ১০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা পর্যন্ত দাম বাড়তে পারে। তবে বিয়ারের দাম অপরিবর্তিত থাকবে। সমস্ত বোতলের উপর নতুন দামের স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৬
১১ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

রাজ্য

11 November, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এনডিআরএফ-এর মকড্রিল। সোমবার কলকাতা পুরসভার

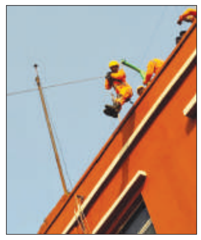

নন্দীগ্রাম দিবসে শহিদদের শ্রদ্ধা নেত্রী ও অভিষেকের

প্রতিবেদন : আজ সোমবার ১০ নভেম্বর, ঐতিহাসিক নন্দীগ্রাম দিবস। নন্দীগ্রাম মানেই এক ব্যতিক্রমী লড়াই, এক কঠিন সংগ্রামের রক্তঝরা ইতিহাস। সিপিএমের পুলিশ ও হার্মাদদের বিরুদ্ধে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রামবাসীরা। নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শহিদ হয়েছিলেন অনেকে। সেটাই ছিল সিপিএমের শেষের শুরু। সেই সংগ্রামের বর্ষপূর্তিতে এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পৃথিবীর সকল শহিদকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখলেন—

'ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলব নাকো নন্দীগ্রাম' নন্দীগ্রাম দিবসে, নন্দীগ্রাম-সহ পৃথিবীর সকল শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি নন্দীগ্রাম দিবসকে স্মরণ করে পোস্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি লিখেছেন— "২০০৭ সালের এই দুর্ভাগ্যজনক দিনে, নন্দীগ্রামের সাহসী মানুষ তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের বর্বর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের জমি, মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

অত্যাচারীর চেহারা বদলেছে, নিপীড়ন একই রয়ে গেছে। গতকালের হার্মাদরা আজকে জল্লাদ হয়ে ফিরে এসেছে। যেখানে একসময় বামফ্রন্ট গোপন 'বৈজ্ঞানিক রিগিংয়ের' উপর নির্ভর করত, বর্তমান সরকার অদৃশ্য জালিয়াতির আশ্রয় নেয়।

বাংলা বামফ্রন্টকে এমন একটি শিক্ষা দিয়েছে যা তারা কখনও ভুলবে না, আজ আমরা দিল্লির জমিদারদের কাছে একই বার্তা পাঠাচ্ছি। বাংলা নিরলসভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করবে। আমরা তাদের অহংকারকে ভোটের বাক্সে চূর্ণ করব এবং এই বর্জনের রাজনীতিকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেব।"

■ গোকুলনগরে স্মরণসভা। বক্তা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে দৃষ্টান্ত

নবদম্পতিকে কুর্নিশ অভিষেকের

প্রতিবেদন : সত্যিকারের ভালবাসা কোনও বাধা মানে না। সমাজের বেঁধে দেওয়া কোনও সীমানা মানে না। সেকেলে অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে সেই অলিখিত সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার দুই দামাল কন্যা। গোটা বাংলাকে সাক্ষী করে বিহারের মন্দিরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাহসিকতা ও মুক্তচিন্তার প্রতীক হয়ে উঠেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের রিয়া সর্দার ও রাখি নস্কর। নিজেদের ভালবাসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সমাজের সব বাধা হেলায় উড়িয়ে দেওয়া দুই বঙ্গতনয়াকে কুর্নিশ জানালেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার সকালে অভিষেকের নির্দেশে দুই কন্যার জন্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে ফের মালাবদল করেন নববিবাহিত দুই তরুণী। কুলতলির জালাবাড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পালের চক শান্তি সংঘের অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও প্রধান অতিথি বাপি হালদারকে ফোনের মাধ্যমে দু'জনকে শুভেচ্ছা জানান ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তারপর সমাজমাধ্যমে অভিষেক লেখেন, সামাজিক বেড়াজাল ছিন্ন করে সুন্দরবনের দুই তরুণী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, যা বাংলা তথা দেশের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ উদাহরণ— স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মানসিকতার, মানবিকতার, মুক্তচিন্তা ভাবনার ও সাহসিকতার। সারাজীবন একসাথে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা বাংলার কাছে ও বাঙালির কাছে গর্বের। সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক মতভেদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক বাধা— এসব অতিক্রম করে লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন প্রকৃত ভালবাসাকে প্রাধান্য দিয়েই। তাঁদের এই পবিত্র ভালবাসা চির-অক্ষয় থাকুক। অভিষেকের আরও সংযোজন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের বাসিন্দা রিয়া সর্দার ও বকুলতলার বাসিন্দা রাখি নস্কর— এই নবদম্পতিকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরমেশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ওঁদের জীবনে। রঙিন হয়ে উঠুক আগামীর পথ। বাংলাই আগামীকে পথ দেখায়। এই সাহসিকতার জোরেই আমাদের সমাজ অচলায়তন ভেঙে ও সংকীর্ণতাকে পিছনে ফেলে মুক্ত চিন্তাভাবনার অঙ্গন হয়ে উঠবে। উপস্থিত ছিলেন সভাপধিপতি নিলীমা বিশাল মিস্ত্রি, কুলতলির বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসীম হালদার প্রমুখ।

■ নবদম্পতির সঙ্গে সাংসদ বাপি হালদার, সভাধিপতি নীলিমা বিশ্বাস, বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল।

■ সোমবার টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে (রাধা সিনেমা) কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে আড্ডায় শামিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চিফ অ্যাডভাইজার তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত রয়েছেন উৎসবের কো-চিফ অ্যাডভাইজার মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, অভিনেত্রী তথা সাংসদ জুন মালিয়া, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী ও তথ্য ও সাংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসু।

উত্তরে হাওয়ায় শিরশিরানি

প্রতিবেদন : শুরু শীতের মরশুম। সকালে রোদ-ঝলমলে আকাশ থাকলেও উত্তুরে হাওয়ায় শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছে ভালই। কলকাতায় তাপমাত্রা নেমেছে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা নামছে হু হু করে। বুধবারের মধ্যে আরও কমবে তাপমাত্রা। দক্ষিণ বাংলাদেশ ও সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় মাঝেমধ্যে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। শনিবার পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে আবহাওয়া। সোমবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ ভালই অনুভূত হচ্ছে। বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে খুব সকালে ও রাতের দিকে। উপকূল ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে কুয়াশার দেখা মিলছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা এখন আপাতত নেই।

■ এসআইআর-চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোমবার পানিহাটি মোড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা। ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, স্থানীয় বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র-সহ স্থানীয় ও জেলা নেতৃত্ব।

ধরা পড়ল নকল কার্ড, বইয়ের স্টলেও ভিড় চলচ্চিত্র উৎসবের

অংশুমান চক্রবর্তী

অবিশ্বাস্য ঘটনা! ৩৫৮টির মতো নকল কার্ড ধরা পড়েছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে! তার মধ্যে সাধারণ দর্শকদের কার্ড যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে সাংবাদিকদের কার্ড! সোমবার এই খবর জানিয়েছেন উৎসব কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। মনে করা হচ্ছে, আরও কিছু নকল কার্ড ধরা পড়বে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

ভাষা কোনো অন্তরায় নয়, ছবিই বলে শেষ কথা— আবারও প্রমাণিত হল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি ভারতের বেশকিছু আঞ্চলিক ভাষার ছবি দেখানো হচ্ছে। দর্শকরা দেখছেন উৎসাহের সঙ্গে। স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবির দর্শক সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

উৎসবের পঞ্চম দিন, যথারীতি জমজমাট ছিল একতারা মুক্তমঞ্চ। এই দিনের 'সিনে আড্ডা'র বিষয় ছিল 'বাংলা/ হিন্দি সিনেমায় ব্যবহৃত একই গানের সুর। কথায়-গানে আসর মাতালেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বিবেক কুমার, রূপঙ্কর বাগচি, চন্দ্রিকা ভট্টাচার্য। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গাইলেন 'শুধু তোমার জন্য সুর তাল আর গান বেঁধেছি'। জনপ্রিয় এই গানের হিন্দি ভার্সন 'ম্যায়নে তেরে লিয়ে' শোনালেন রূপঙ্কর বাগচী। মনে মনে গেয়েছেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারাও। পরিবেশিত হয়েছে আরও অনেক মন ভোলানো প্রাণ দোলানো গান। উপস্থাপনায় ছিলেন অম্বরীশ ভট্টাচার্য। বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে দেখানো হয়েছে 'হালুম'। মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন এই ছবির পরিচালক রাজা চন্দ, অভিনেতা সত্যম ভট্টাচার্য প্রমুখ। উৎসব প্রাঙ্গণে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন আকাদেমি ও পর্ষদের বইয়ের স্টল। ভিড় হচ্ছে ভালোই। অনেকেই কিনছেন পছন্দের বই। সেলফি-জোনেও চোখে পড়ছে ভিড়। সবমিলিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা উৎসব উপভোগ করছেন দারুণভাবেই।

■ 'হালুম' ছবির সাংবাদিক সম্মেলন। সোমবার।

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত কাপড়ের কারখানা। রবিবার গভীররাতে মালদহের কালিয়াচকের ঘটনা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। শর্টসার্কিটের ফলে আগুন বলে অনুমান

উত্তরের কৃষক, চা-শ্রমিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্নদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ারের ২৯৭২ কৃষকে সাহায্য

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

রাজ্যের মানুষের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরের দুর্যোগেও আবহাওয়ার পরোয়া না করে সর্বহারা মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দরদি মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তকন্যায় করেন প্রশাসনিক বৈঠক করেন। এরপর এখান থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে দক্ষিণের জেলাগুলির পাশাপাশি উত্তরের কৃষক, চা-শ্রমিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্তদের জন্য সাহায্য ঘোষণা করেন। দেওয়া হয় পাট্টা। এরমধ্যে আলিপুরদুয়ারে নয়জন গৃহহীনকে এদিন নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। ১৩টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বন্যায়। সেই ১৩ জন ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিককে বাড়ি মেরামত করার জন্য চেক তুলে দেয় জেলা প্রশাসন। জেলায় মোট ৮০৫টি পাট্টা এদিন তুলে দেওয়া হয় পাট্টা প্রাপকদের হাতে। তার মধ্যে কৃষি পাট্টা ২১০ হোম-স্টে পাট্টা ২১৫, চা-বাগান পাট্টা ৩৮০, এছাড়াও ফসলের ক্ষতিপূরণ পান ২৯৭২ জন কৃষক। এর পাশাপাশি জেলার ২৫টির মধ্যে ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ১৭টির মধ্যে ৬টি ক্রেশের ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

■ পাট্টা তুলে দিচ্ছেন মাদারিহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী আশা এস বোমজান, আছেন প্রকাশচিক বরাইক-সহ নেতৃত্ব।

ক্ষতিগ্রস্তরা পেলেন বাড়ি তৈরির টাকা

কায়েস আনসারি • দার্জিলিং

ভুটান ও সিকিমের নদীর জলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উত্তর। অক্টোবরের ওই বিপর্যয়ে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পাহাড়। দার্জিলিং জেলার ৩১৭৫টি বাড়ি পুরোপুরি এবং ৪৩টি বাড়ি আংশিকভাবে ভেঙে যায়। দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি তৈরির জন্য প্রত্যেকে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইমতই ক্ষতিগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে বাড়ি তৈরির জন্য ৫০ শতাংশ টাকা দেওয়া হয় সোমবার। কথা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণামতো প্রত্যেকেই পেয়েছেন আর্থিক সহায়তা। তাই বাড়ি তৈরির টাকা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা।

■ দার্জিলিংয়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে অনীত থাপা-সহ নেতৃত্ব।

১৪ চা-বাগানে দশ শয্যার স্বাস্থ্যকেন্দ্র

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

চা- শ্রমিকদের আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা-বাগান এলাকাগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা। সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে ডুয়ার্সের ১৪টি চা-বাগানে ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের রেড ব্যাঙ্ক, আমবাড়ি ও চামুর্চি চা-বাগানের তিনটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ও শ্রম দফতরের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ইতিমধ্যেই ১০ জন চিকিৎসক ও ২৮ জন নার্সের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ৬টি আলিপুরদুয়ারে, ৭টি জলপাইগুড়িতে এবং একটি তরাই অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিটি কেন্দ্রে থাকবেন একজন চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত নার্স। বানারহাট ব্লক চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকা এখানে রয়েছে মোট ২৭টি চা-বাগান। এতদিন এই শ্রমিকদের একমাত্র ভরসা ছিল বানারহাট ব্লক হাসপাতাল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চা-বাগানগুলি পেয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এরফলে চিকিৎসার জন্য আর অন্যত্র যেতে হচ্ছে না চা-শ্রমিকদের। এতগুলি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেয়ে খুশি শ্রমিকরা। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

■ জলপাইগুড়ির বৈঠকে জেলা নেতৃত্ব।

কোচবিহারের ১৫ হাজার মানুষ পেলেন সহায়তা

■ সাংবাদিক বৈঠকে উদয়ন গুহ, জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

রৌনক কুণ্ডু • কোচবিহার

কোচবিহার জেলায় প্রায় পনেরো হাজার উপভোক্তা সরকারি সাহায্য পেলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করেন। জানা গেছে, কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে উপভোক্তাদের হাতে সরকারি সুবিধা তুলে দেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, মন্ত্রী উদয়ন গুহ, বিধায়ক সঙ্গীতা রায়, কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র ও অতিরিক্ত জেলাশাসকরা। অক্টোবরে বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপর্যয়ের সময় দু'বার এসে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুর্গতদের জন্য সেই কথা রেখেছেন। বন্যা পরবর্তীতে বাড়ির জন্য ১০৮টি পাট্টা দেওয়া হয়েছে। যাদের বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতি হয়েছিল সেই ৯৩৫টি পরিবার ১১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা পেয়েছে। যেসব বাড়ি আংশিক ক্ষতি হয়েছে তাদের ৭০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ। ৭৮৭ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতি ১২৪৫১ জন কৃষককে কৃষিসামগ্রী ও বীজ তুলে দেওয়া হয় যাতে রবি মরশুমে তাঁরা চাষ করতে পারেন। কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা কথা দেন তা সবসময় রাখেন তিনি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সবসময় কৃতজ্ঞ।

৯৩০ জনকে বাংলার বাড়ি

■ বৈঠকে সাবিনা ইয়াসমিন, আবদুর রহিম বক্সি-সহ নেতৃত্ব।

মানস দাস • মালদহ

মালদহেও পৌঁছাল মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের বার্তা। ভার্চুয়াল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা, নানা প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পরিষেবা প্রদানের সূচনা করেন। তার অংশ হিসেবেই মালদহ জেলায় ৪৩৫ জন ভূমিহীনকে পাট্টা, ৯৩০ জনকে বাংলার আবাস এবং ৬২৩ জন কৃষককে কৃষি সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়। ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরি প্রমুখ।

পরিষেবা পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

দুর্দিনে মানুষের পাশে একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্যোগ উপেক্ষা করে পৌঁছে গিয়েছেন মানুষের কাছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্তদের হাতে তুলে দিয়েছেন সাহায্য। উত্তরকন্যায় যখন ভার্চুয়াল মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখনই রায়গঞ্জে সাংবাদিক বৈঠক করে ধন্যবাদ জানালেন জেলা নেতৃত্ব। এদিন দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান জেলা নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন, জেলার মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস, যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক গুন প্রমুখ।

■ বৈঠকে কানাইয়ালাল আগরওয়াল-সহ নেতৃত্ব।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 November, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী

বীরভূমে বাড়ি পেলেন ২০০ জন

সৌমেন্দু দে • সিউড়ি

■ মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, বিকাশ রায়চৌধুরি, ধবল জৈন, শ্রী আমনদীপ প্রমুখ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বীরভূমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য। উত্তরবঙ্গ থেকে করা মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকে বীরভূম জেলার তরফে ছিলেন জেলাশাসক ধবল জৈন, এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, সভাধিপতি কাজল শেখ, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি, পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ ও বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহায়তাদান ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান শেষে ডেপুটি স্পিকার তথা বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বীরভূমে যেসব মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, তাঁদের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। যাঁদের বাড়ি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছে অতিবৃষ্টির কারণে, তেমন ১৯৭ জনকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। যাঁদের গৃহ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের ৭০ হাজার। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৫ ও ৭০ জনকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বৃষ্টিতে চাষের ক্ষতির জন্য ৪৫০০ জনকে ধানের বীজ ও চাষের সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। ৮৯০ হেক্টর চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, বাড়ি তৈরির জন্য ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। বোলপুর মহকুমায় চাষের জমিতে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব নিয়ে বন দফতরকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

নন্দীগ্রামে শহিদ-স্মরণ বিজেপিকে রোখার ডাক

■ মঞ্চে বক্তা স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আছেন মানসরঞ্জন ভুঁইয়া প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ধর্ম নিয়ে রাজনীতির খেলায় মেতেছে বিজেপি। সোমবার নন্দীগ্রামে শহিদ-স্মরণ অনুষ্ঠান থেকে বিজেপির নিম্নমানের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন দুই মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। ২০০৭-এর ১০ নভেম্বর সিপিএমের হার্মাদদের গুলিতে শহিদ হন একাধিক নিরীহ মানুষ। সেই শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির তরফে শহিদ স্মরণ হয়। সোমবার সকালে নন্দীগ্রামের গোকুলনগর করপল্লিতে শহিদ বেদিতে মালা দেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস। বিকেলে হাজরাকাটায় স্নেহাশিস ও মানস স্মরণসভায় ছিলেন। দু'জনেই বিজেপির ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেন। স্নেহাশিস বলেন, সিপিএমের হার্মাদরা এখন বিজেপিতে। তারাই বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে শহিদ বেদিতে মালা দিচ্ছে! আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের জন্য যে রক্ত দিয়েছিলেন, তা ব্যর্থ হয়নি। তিনি নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাকে উন্নত বাংলায় পরিণত করেছেন। মানস বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, বিজেপির যিনি নেতৃত্বে তিনি হিন্দু-মুসলিম ভাগ করছেন। এই নন্দীগ্রামকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দেওয়া যাবে না। মঞ্চে নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন।

বর্ধমানে ধানের বীজ ও সর্ষেও

রাজেশ খান • বর্ধমান

মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যা থেকে ২২টি জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করলেন। সহায়তা পেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ক্ষতিগ্রস্তরাও। বর্ধমান জেলাশাসকের অফিসে এই সহায়তা প্রদান করলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, অমিয় দাস, প্রসেনজিৎ দাস, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। স্বপন বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে চাষের বিপুল ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২,০৩৬ জন। তাই ধান রোপণের জন্য ১৮৫ জন কৃষকের হাতে গোবিন্দভোগ ধানের বীজ, ৬৩১ জন কৃষকের হাতে এমটিইউ ৭০২৯ (লাল স্বর্ণ) বীজ দেওয়া হয়। এজন্য খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৪৫০ প্যাকেট সরিষা দেওয়া হচ্ছে। গৃহনির্মাণের অনুদান পেলেন ৪২৯ জন। যাঁরা পেলেন না, তাঁদের এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে।

■ স্বপন দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আয়েশা রানি এ প্রমুখ।

১৩ অবৈধ টোটো

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : পুলিশি প্রশাসন বলার পরও টোটোচালকরা তাঁদের রেজিস্ট্রেশন করাননি। তাই অভিযানে নামল প্রশাসন। সোমবার পুলিশি অণ্ডালের কাজোরা এলাকা থেকে প্রায় ১৩টি অবৈধ টোটো আটক করল। পুলিশের সঙ্গে ছিল ট্রাফিক গার্ড ও দুর্গাপুরের আরটিও-রা। ট্রাফিক গার্ডের ওসি প্রবীরকুমার পাল জানান, বৌমার এলাকার ই-রিকশা মালিকদের সরকারিভাবে

রেজিস্ট্রেশন করানোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বহু টোটোমালিক করাননি। সেজন্যই পুলিশের এই ধরপাকড়। তিনি বলেন এটাও এক ধরনের সচেতনতা, যাতে করে আগামী দিনে ই রিকশার মালিকরা তাদের রিকশা রেজিস্ট্রেশন করান।

নারায়ণগড়ে বিজেপি ছেড়ে ৩৮টি পরিবার এল তৃণমূলে

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন সূর্যকান্ত অট্ট।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙন গেরুয়া শিবিরে। নারায়ণগড়ের মকরামপুরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করল প্রায় ৩৮টি পরিবার। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের ১ নম্বর মকরামপুর অঞ্চলে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানমঞ্চে নারায়ণগড় বিধানসভার বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্টের হাত ধরে মকরামপুরের ধানঘোরি এলাকার প্রায় ৩৮টি পরিবারের দুই শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক যোগদান করেন তৃণমূলে। বিজেপির এই ভাঙনে নারায়ণগড় ব্লকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় ধাক্কা খেল গেরুয়া শিবির। বিধায়কের পাশাপাশি ছিলেন নারায়ণগড় ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার জানা, ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী সুপর্ণা জৈন, ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি স্বপন মাইতি প্রমুখ।

ঝাড়গ্রাম মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

■ বৈঠকে বীরবাহা হাঁসদা, দুলাল মুর্মু, দেবনাথ হাঁসদা, চিন্ময়ী মারান্ডি প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ভার্চুয়ালি ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করেন। সোমবার ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের কার্যালয় থেকে জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে সরকারি পরিষেবা বাবদ চেক দেওয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানান জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু। ছিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, জেলা পরিষদ সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি প্রমুখ। দুলাল বলেন, সম্প্রতি ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যায় জেলায় সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি হয়েছিল ৪১টি বাড়ির। তাঁদের হাতে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে। আংশিকভাবে যাঁদের বাড়ির ক্ষতি হয়েছিল, তাঁদেরও চেক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যে সকল কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছিল তাঁদেরকেও ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক দেওয়া হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় মুখ্যমন্ত্রী কতখানি মানবিক। ঝাড়গ্রাম জেলাবাসীর পক্ষ থেকে মুখমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান সবাই।

বিধায়কের উদ্যোগে মেদিনীপুরে নতুন রাস্তা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বিধায়ক তহবিলের পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণ হল মেদিনীপুর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুনগরে মিশন স্কুলের। রাস্তার উদ্বোধন করেন মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। ছিলেন মেদিনীপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মৌ রায়। সুজয় বলেন, প্রত্যেক বিধায়ক বছরে ৬০ লক্ষ টাকা করে পান। আমি মাত্র এক বছরের বিধায়ক, সেক্ষেত্রে প্রথম দফাতেই আমি টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছিলাম। এই এলাকার দাবিমতো আগে রাস্তায় লাইট লাগানো হয়েছে। এখন নতুন রাস্তা নির্মাণ হল। এরপরে এলাকার একটি মন্দিরের ছাদ ঢালাইয়ের দাবি রয়েছে। সেটাও করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আবার তাঁকে বিধায়ক হওয়ার সুযোগ করে দেন এবং এলাকাবাসী যদি পাশে থাকেন, তাহলে আগামী দিনে আরও অনেক কাজ করা সম্ভব হবে।

■ রাস্তার উদ্বোধনে সুজয় হাজরা, মৌ রায় প্রমুখ।

আসানসোল হিরাপুর থানার অন্তর্গত সপেন কালীমন্দিরে মাকালীর টিকলি চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক মহিলা। যা নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এলাকাবাসী ওই মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়

ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী

ডিভিসির জল ছাড়াতেই রাজ্যে ম্যানমেড বন্যা হয়

■ মঞ্চে মলয় ঘটক, প্রদীপ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিধান উপাধ্যায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, আসানসোল : পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দেওয়া হল। বাড়ি ভেঙে যাওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ পেলেন ২০০ জনেরও বেশি। আসানসোলের কল্যাণপুরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নতুন জেলাশাসক কার্যালয়ে এদিন বৈঠক হয়। উত্তরকন্যা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য পেশ করেন। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, ডিভিসি জল ছাড়ার কারণেই রাজ্যে বন্যা হয়। যা ম্যান মেড। দীর্ঘদিন রাজ্যের কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া আটকে রেখেছে। এত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও সাহায্য করেনি। পাশাপাশি বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে জোর করে এসআইআর করেছে। ওরা রাজ্যের জনগণকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। এদিনের বৈঠকে আসানসোলে ছিলেন দুই মন্ত্রী মলয় ঘটক ও প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন জেলাশাসক এস পুন্নবালম, পুলিশ কমিশনার সুনীলকুমার চৌধুরি, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মেয়র বিধান উপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বাউড়ি, বিধায়ক হরেরাম সিং প্রমুখ। জেলার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে দুই মন্ত্রী চেক তুলে দেন।

দাঁতনে বিধায়কের উদ্যোগে বসানো হল হিউম পাইপ

সংবাদদাতা, দাঁতন : বেহাল সেতু। সেতুর উপরের অংশের কিছুটা ভেঙে চলাচল বন্ধ ছিল দীর্ঘদিন। রাস্তার মাঝে গর্ত হয়ে যাওয়ায় বন্ধ ছিল যান-চলাচল। শেষমেশ দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধানের উদ্যোগে সেই জীর্ণ সেতু ভেঙে নতুন করে হিউম পাইপ বসিয়ে রাস্তা মেরামত করে স্বাভাবিক করা হল যান-চলাচল। দাঁতন ২ ব্লকের সাউরি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দিঘাপুকুর থেকে বাবলা পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তায় সোহাগপুর এলাকার ঘটনা। সাধারণ মানুষকে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসে দাঁতনের

বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধানের। তিনি জানান, বর্ষার সময় এই কালভার্টটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে হিউম পাইপ বসিয়ে যাতায়াত স্বাভাবিক করা হয়েছে। পরে নতুন করে ওই রাস্তার উপরে কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি হবে।

বিধায়কের দেখা ৫ বছর পর অগ্নিমিত্রার সঙ্গে গান্ধীগিরি

■ অগ্নিমিত্রা পালকে মিষ্টি খাইয়ে প্রতিবাদ স্থানীয়দের।

প্রতিবেদন : অভিযোগ, পাঁচ বছর পর তাঁকে দেখা গিয়েছে এলাকায়। সোমবার আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর এলাকায় গিয়েছিলেন। বছরের পর বছর বিধায়ককে এলাকায় দেখা যায় না, এরই প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে গান্ধীগিরি করেন এলাকার লোক। একবাক্স মিষ্টি নিয়ে গিয়ে মিষ্টিমুখ করান। এই ঘটনায় অগ্নিমিত্রা যথেষ্ট বিব্রত। তিনি এগুলোকে বিরোধী দলের কুৎসা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে সেই মিষ্টিমুখ করানোর ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে শুরু হয়েছে হাসাহাসি।

গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের টাকা তছরুপ, অভিযোগে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে টাকা জমা দিয়ে লোপাট লক্ষ লক্ষ টাকা। তাই নিয়ে বাঁকুড়ার জয়পুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ফের বিক্ষোভ স্বনির্ভর দলের মহিলা ও আমানতকারীদের। বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের গোপালনগর এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কোনও শাখা নেই। এলাকার মানুষের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে বছর দুই আগে গোপালনগর গ্রামে একটি গ্রাহক সেবাকেন্দ্র খোলে জয়পুরের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওই শাখা। সেই সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গোপালনগর এলাকার অসংখ্য স্বনির্ভর দল ও আমানতকারী আর্থিক লেনদেন শুরু করেন। জানা গিয়েছে, ওই সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বনির্ভর দলগুলো কোটি কোটি টাকার ঋণ শোধ করেন, এলাকার বহু আমানতকারী নিজেদের সঞ্চয় জমা করেন। বিনিময়ে তাঁরা রসিদও পান। সম্প্রতি ওই স্বনির্ভর দলের মহিলা ও আমানতকারীরা জানতে পারেন, তাঁদের জমা দেওয়া টাকা জমা পড়েনি ব্যাঙ্কে। ভুয়ো রসিদ দিয়ে সব টাকা আত্মসাৎ করেছে ওই সেবাকেন্দ্রের পরিচালকরা। এরপরই শুরু হয় বিক্ষোভ। সেসময় পুলিশ তিনজন পরিচালককে গ্রেফতার করে। কিন্তু সপ্তাহ দুই কেটে গেলেও তদন্তের তেমন অগ্রগতি না হওয়ায় বা অর্থ ফিরে না পাওয়ায় ফের ব্যাঙ্কের শাখায় আছড়ে পড়ে ক্ষোভ। দাবি, অবিলম্বে তাঁদের টাকা ফেরত দিতে হবে।

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠকে মুর্শিদাবাদ জেলায় রয়েছেন জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান।

ধর্ষণ কাণ্ডে ৩১ দিনে চার্জ গঠন

● আইকিউ সিটি কাণ্ডে ৩১ দিনের মাথায় চার্জ গঠন করল আদালত। ১০ দিনের জেল হেফাজত শেষে অভিযুক্ত ছয়জনকে সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযুক্ত সহপাঠী ওয়াসিফ আলির আইনজীবী শেখর কুণ্ডু নির্দোষ দাবি করে পিটিশন করেন বিচারকের কাছে। অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারক লোকেশ পাঠক জামিনের আবেদন খারিজ করে চার্জ গঠন করার নির্দেশ দেন।

■ দুই অভিযুক্তকে তোলা হচ্ছে আদালতে।

■ পুরুলিয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু ও জেলা নেতৃত্ব।

দুর্গাপুরে জলাশয়ে টাইটানিক চেপে সফর

অনির্বাণ কর্মকার ● দুর্গাপুর

টাইটানিক জাহাজ। ছোট থেকেই গল্পের বই আর বড়দের মুখে মুখে শুনে আট থেকে আশি সবার কাছেই স্বপ্নের জাহাজ। এই টাইটানিককে নিয়ে তৈরি হয়েছে একাধিক ছবি। আরএমএস টাইটানিক ছিল একটি ব্রিটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ, ১৯১২ সালে প্রথম যাতেই হিমশৈলের সঙ্গে সজ্ঘর্ষে ডুবে যায়। প্রায় ১৫০০ জনের মৃত্যু হয়। টাইটানিক ১০ এপ্রিল, ১৯১২ সালে সাউদাম্পটন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল।

জাহাজে ২২০০ জন যাত্রী এবং কর্মী ছিলেন। সেই টাইটানিক দুর্গাপুরের জলে ভাসছে! গালগল্প নয়, বাস্তবেই এমনটা ঘটেছে দুর্গাপুরে। তবে সেই বিশাল টাইটানিক নয়, তার আদলে গড়া ছোট টাইটানিক। যাত্রী নিয়েই দুর্গাপুরের জলে ভাসছে এই টাইটানিক। ধুপচুরিয়ার বাসিন্দা ছোটন ঘোষ তৈরি করেছেন এই টাইটানিক জাহাজ। তাঁর কথায় ছোট টাইটানিক। বললেন, তিনি এই টাইটানিক জাহাজ নির্মাণ করেছেন এবং আজ জলে ভাসিয়েছেন, যার উপরে সওয়ার হয়েছেন যাত্রীরা। এটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় চলছে। জাহাজে চেপে যাত্রীরা হাত নেড়েছেন পাড়ে অপেক্ষারত যাত্রীদের দিকে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
11 November, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

টাকা নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : টাকা দিন, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেব! বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এমনভাবেই বিভ্রান্ত করা হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। স্থানীয়রা একজোট হয়ে গুণধর ওই বিজেপি কর্মীকে তুলে দেন পুলিশের হাতে। কোচবিহারের ঘটনা। ধৃতের নাম শ্যামল দাস। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই ঘটনা পোস্ট করেছেন মন্ত্রী। সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী নিজের মোবাইল ফোন থেকে অভিযুক্তের ফেসবুক প্রোফাইল খুলে সাংবাদিকদের দেখান— ফেসবুক পেজের ছবিতে দেখা গেছে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদকে। এসআইআর নিয়ে যখন সরগরম রাজনীতি তখন দিনহাটার

■ অভিযুক্তর ছবি ও তার ফেসবুক প্রোফাইল দেখিয়ে সরব উদয়ন গুহ।

বিজেপির নেতাদের ঘনিষ্ঠ ওই সমর্থকের কর্মকাণ্ডে কার্যত মুখ পুড়েছে গেরুয়া শিবিরের। অভিযোগ, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়ার জন্য এলাকায় যাঁদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই তাঁদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল এই অভিযুক্ত। দিনহাটা বিধানসভার বিজেপির ২ মণ্ডল সম্পাদক দেবব্রত দাসের ভাই এই অভিযুক্ত শ্যামল। অবশেষে আজ গ্রামবাসীরা হাতেনাতে সেই ব্যক্তিকে ধরে উত্তমমধ্যম দিয়ে তুলে দিয়েছে পুলিশের হাতে। গোটা ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে লিখে পোস্ট করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহ কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই অভিযুক্ত বিজেপি সমর্থক না হলে সে কেন তার ফেসবুক প্রোফাইলে বিজেপির প্রাক্তন সাংসদের ছবি দিয়েছে? মন্ত্রীর দাবি, ভোটার তালিকায় শুধু নাম তোলাই নয়, বিভিন্ন নিষিদ্ধ মাদক চোরাকারবারের সঙ্গেও এই অভিযুক্তের যোগ আছে। দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

দঃ ২৪ পরগনায় ৬০ পরিবার পেল বাংলার বাড়ির টাকা

■ মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে জেলার পদস্থ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

প্রতিবেদন : উত্তরে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ ভবনে উপস্থিত ছিলেন জেলার সকল স্তরের আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। ওই অনুষ্ঠানে থেকে সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন পরিবারদের বাংলার বাড়ি নির্মাণের টাকা ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার করা হয়। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শস্য কিট। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান, মেন্টর শুভাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বাপি হালদার, বিধায়ক অশোক দেব-সহ জেলার অন্যান্য বিধায়করা। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করে বাপি হালদার বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার ক্ষতিগ্রস্তদের পরিষেবা প্রদান করেন। আমাদের জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৬০টি পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বাংলার বাড়ির প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন। তাঁদের আমরা তুলে দিয়েছে অনুমতিপত্র। এছাড়া অতিবৃষ্টিতে বহু চাষি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। বিভিন্ন সবজি, ফসল নষ্ট হয়েছে। কৃষি দফতরের পক্ষ থেকে তাঁদের শস্য কিট তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে নিরন্তর উন্নয়নমূলক কাজগুলি সাংবাদিক বন্ধুদের তুলে ধরার কথা বলেন মেন্টর শুভাশিস চক্রবর্তী, প্রতিমা মণ্ডলরা।

এসআইআরের নামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি, প্রতিবাদে পথে উদ্বাস্তু সেল

সংবাদদাতা, মালদহ: এসআইআরের নামে রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি। যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে তালিকা থেকে। আতঙ্কে প্রতিদিন আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে। এই অনাচারের বিরুদ্ধে এবার পথে নামল মতুয়া নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু সমাজের হাজারো মানুষ। সোমবার তৃণমূল সমর্থিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া নমঃশূদ্র ও উদ্বাস্তু পরিষদের উদ্যোগে ইংরেজবাজার শহরজুড়ে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীমূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পরে মিছিল মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামে পৌঁছে এক প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার, সহ-সভাপতি জয়ন্ত বিশ্বাস,

■ ব্যানার হাতে মিছিলে সংগঠনের সদস্যরা।

জেলা কমিটির সদস্য সৌমিত্র সরকার, সৌগত সরকার, পরীক্ষিত মণ্ডল সহ একাধিক নেতা। সভায় রঞ্জিত সরকার অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এনআরসি, সিএএ-র পর এখন এসআইআর চালু করে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কে রাখছে। ২০২৪ লোকসভায় যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা অন্যায়। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে লাগাতার আন্দোলন চলবে। ইংরেজবাজার জুড়ে এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

কমিশনের উদাসীনতা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: এনুমারেশন ফর্ম ভুলে ভরা। হাতে পাওয়ামাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন হেমতাবাদের বাসিন্দারা। একেই ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের নামে রাজ্য জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে বিজেপি। বাদ দেওয়া হচ্ছে নাম। চলছে চক্রান্ত। এরই মধ্যে ফর্মের মধ্যে তালিকায় রয়েছে বহু ভুল। দেখামাত্রই আতঙ্কিত বাসিন্দারা নির্বাচন কমিশনের উদাসীনতার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে দেন।

সংখ্যা বেড়ে ১৯

(প্রথম পাতার পর)

তবে তাঁর মেয়ে বর্তমানে স্থিতিশীল। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বিবাদের জেরে বাপের বাড়িতে থাকেন। সেখানে ফর্ম পাননি, কারণ নথিপত্র শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে হবে। সেই দুশ্চিন্তাতেই শিশুকন্যাকে নিয়ে বিষপান করেন আশা। এক সময় বাংলাদেশে থাকতেন শ্যামল। তবে ৩০ বছর ধরে নদিয়ার তাহেরপুরের কৃষ্ণচকপুর মণ্ডলপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। শ্যামল বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কম্বল বিক্রি করতেন। বাড়িতে স্ত্রী, দুই রাজমিস্ত্রি পুত্র ও পুত্রবধূরা রয়েছেন। বাড়ির দাবি, এসআইআর শুরু হতেই উনি নাকি বলতেন, আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি আর বাঁচতে চাই না। ২৭ অক্টোবর রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পরেই সব মিলিয়ে ১৬ জনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল মালদহের ২৫ পরিবার

সংবাদদাতা, মালদহ: বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সনঘাট গ্রামে ফের রাজনৈতিক পালাবদল। ২৫টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তৃণমূলের পতাকা হাতে নিয়ে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে শাসক দলে নাম লেখান। রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এই সীমান্ত অঞ্চলে ঘটনাটি ঘিরে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারগুলি বিজেপির সক্রিয় কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দ্বিজবর জয়ধর।

■ মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বালুরঘাটে সাংবাদিক বৈঠক। ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সহ নেতৃত্ব। মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার অভিভাবক।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মর্মান্তিক। বিহারের দানাপুরে একটা জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল এক শিশু-সহ একই পরিবারের ৫ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার মাঝরাতে। প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। উদ্ধারকাজে নামেন তাঁরাই

লালকেল্লা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহাংশ

আচমকাই কান ফাটানো শব্দ, কেঁপে উঠল ঘরবাড়ি, আগুনের গোলা উড়ে গেল শূন্যে

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

আচমকাই কান ফাটানো শব্দ। কেঁপে উঠল আমার বাড়ির দরজা জানালা। দেখলাম, একটা আগুনের গোলা উড়ে যাচ্ছে শূন্যে। জানালেন, চাঁদনিচক এলাকার এক প্রত্যক্ষদর্শী। আর একজনের কথায়, গুরুদ্বারের ভেতর থেকেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে কৌতূহলী হয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছিলাম রাস্তায়। পিছন থেকে কয়েকজন টেনে ধরলেন। বুঝতে পারলাম না, ঠিক কী ঘটেছে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে শিউরে উঠলেন বিস্ফোরণে জখম অটোচালক জিশান। বললেন, মাত্র ২ ফুট দূরেই ছিল গাড়িটি। আচমকাই কান ফাটানো বিস্ফোরণের শব্দ। জানি না বোমা না অন্যকিছু। ভরসন্ধ্যায় লালকেল্লা এলাকায় তখন শুধুই আতঙ্কিত মানুষের ছোটাছুটি, আর্তনাদ, দমকলের ঘণ্টাধ্বনি, অ্যাম্বুল্যান্স আর পুলিশের গাড়ির ব্যস্ততা। অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই এলাকায় সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন যেন দিশাহারা। তবুও নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধার কাজে এগিয়ে আসেন স্থানীয় মানুষজনও। তখন এলাকা ঢেকে গেছে ধোঁয়ায়। চারপাশে ছড়িয়ে আছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অজস্র রক্তাক্ত মৃতদেহ। কোথাও কাটা হাত, কোথাও পা। একের পর এক উদ্ধার হচ্ছে মৃতদেহ। জখমদের পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে।

এই ঘটনা গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত বিস্ফোরণ নাকি নাশকতা তা খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। গোটা রাজধানীতে হাই-অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দীর্ঘক্ষণ এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ঘটনার সর্বোচ্চ পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র।

নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে লালকেল্লা দেশের অন্যতম প্রধান 'হাইপ্রোফাইল স্পট'। অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকের যাতায়াত এখানেই। সোমবারও তার ব্যতিক্রম ছিল না। খুব কাছেই অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যস্ত চাঁদনিচক। সারাদিন ভিড় লেগেই আছে। একটু এগোলেই গুরুদ্বার, বাসস্ট্যান্ড, অটোস্ট্যান্ড এবং বিশাল মার্কেট এলাকা। মেট্রো স্টেশনের ভিড় লেগেই আছে। সেখানেই ভরসন্ধ্যায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে দিশাহারা মানুষজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘটনাস্থলে যান। লোকনায়ক হাসপাতালেও যান জখমদের দেখতে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, সুভাষমার্গ ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল আই-২০ গাড়ি। বিস্ফোরণ হয় সেখানেই। দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা জানালেন, সন্ধে ৬.৫২ মিনিট নাগাদ ধীরগতিতে আসা একটি গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে যায় রেড ট্রাফিক সিগন্যালে। বিস্ফোরণ ঘটে সেই গাড়িতেই। ভিতরে ছিলেন যাত্রীরা। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও বেশ কয়েকটি গাড়ি। পুলিশের হিসেব বলছে বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ২২টি গাড়ি। দমকলের ২০টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে আসে আগুন।

বিস্ফোরণের কারণ ঠিক কী, তা খুঁজে বের করতে তদন্তে নেমেছেন এনআইএ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষজ্ঞরা। খতিয়ে দেখছেন বিস্ফোরণের প্রকৃতি। পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। এদিকে এই বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে মুম্বই, জয়পুর, উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডেও জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, সম্ভাব্য সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হবে তদন্তে। এটা আদৌ সন্ত্রাসবাদীদের কাজ, না কি অন্যকিছু, তা খুঁজে বের করা হবে।

বিহারে আজ দ্বিতীয় দফার ভোট

২০ জেলায় প্রবল চাপে বিজেপি

পাটনা: আজ বিহার বিধানসভার দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোটগ্রহণ। ২০টি জেলার মোট ১২২ আসনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন নাগরিকরা। প্রথম দফায় ভোট হয়েছিল ৬ নভেম্বর, ১৮ জেলার ১২১ আসনে। যে যে অঞ্চলে ভোট হতে চলেছে দ্বিতীয় পর্যায়ে, তার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল সীমাঞ্চল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল এই সীমাঞ্চলের বাসিন্দা সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ। সেই কারণেই পূর্ণিয়া, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ এবং কাটিহার— এই ৪ জেলার ২৪টি আসনে জোরদার লড়াই হবে মহাগঠবন্ধন এবং এনডিএ-র মধ্যে। তবে নিশ্চিতভাবেই অঙ্ক এবং আবেগে এখানে এখনই বেশ কিছুটা এগিয়ে আরজেডি তথা মহাগঠবন্ধন। এবং বিহারের ১৭ শতাংশ সংখ্যালঘুর একটা বড় অংশই সীমাঞ্চলের ভোটার হওয়ায় অত্যন্ত চাপে বিজেপি এবং নীতীশের জেডিইউ। মঙ্গলবার দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১২২টি আসনের বেশ কিছু এলাকা মহাগঠবন্ধনের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। মগধ অঞ্চলে মহাগঠবন্ধনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, নওয়াদা, জেহানাবাদ এবং আরওয়ালে।

ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে ব্যবহারের ছক

নয়াদিল্লি: পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার সাত মাস পরে ফের ভয়াবহ নাশকতার ছক কষছে কুখ্যাত জঙ্গি সংগঠন জৈশ ই মহম্মদ। আন্তর্জাতিক এই জঙ্গি সংগঠনের মাথা হাফিজ সইদ হামলার নতুন ছক হিসাবে ব্যবহার করছে বাংলাদেশকে। একাধিক ঘাঁটি তৈরির কাজ হাফিজ সৈয়দের নির্দেশমতো চলছে বাংলাদেশের মাটিতে। গোয়েন্দাদের হাতে এমনই তথ্য এসেছে বলে জানা গিয়েছে। অক্টোবরের শেষে পাকিস্তানের খইরপুরে তামেলিয়াতে একটি জনসভায় ভিডিও রেকর্ডিং গোয়েন্দারের কাছে এসেছে। যাতে লস্করের শীর্ষ এক কমান্ডার সইফুল্লা সইফ এক অত্যন্ত বিপজ্জনক তথ্য জনসভায় তুলে ধরেছে। যে ভিডিও গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে তাতে সইফুল্লা উসকানির সুরে বলছে, হাফিজ সইদ হাত গুটিয়ে বসে নেই, বাংলাদেশের দিক দিয়ে ভারতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে জৈশ। নিজের এক ঘনিষ্ঠকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে সইদ।

এসআইআরকে চ্যালেঞ্জ শীর্ষ আদালতে তৃণমূল

নয়াদিল্লি: এসআইআর-এর বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করল তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার দলের রাজ্যসভা সাংসদ দোলা সেন ও দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায় দলের পক্ষ থেকে এই মামলা করেছেন। দলের পক্ষ থেকে দায়ের করা পিটিশনে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে স্থগিত করা হোক বাংলার এসআইআর। আজ, মঙ্গলবার শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে এসআইআর সংক্রান্ত মূল মামলার শুনানি নির্ধারিত আছে। এই শুনানির সঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা মামলার যাতে শুনানি করা হয়, সেই দাবি জানিয়ে মামলাটির মেনশনিং করতে পারেন আইনজীবীরা।

যন্তরমন্তরে গুলিতে আত্মঘাতী

নয়াদিল্লি: সোমবার যন্তরমন্তরে ভয়াবহ কাণ্ড! সকাল ৯টা নাগাদ প্রকাশ্যে গুলি করে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। যন্তরমন্তর চত্বরে নিজের ওপর গুলি চালানোর এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় দিল্লি পুলিশ। ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত নেমেছে দিল্লি পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে যন্তরমন্তর চত্বরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পর্যটকদেরও ভিড় বেশ ভালই হয়েছিল। হঠাৎ গুলির শব্দে চমকে ওঠেন সকলে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠছে, যন্তরমন্তরের মতো হাইসিকিউরিটি জোনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ওই ব্যক্তি কী করে এলেন!

ডেরেকের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি: এসআইআরের নামে কীভাবে প্রহসন চলছে, চলছে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত অবমাননা তা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। এক শ্রেণির মিডিয়ার অদ্ভুত নীরবতা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর কটাক্ষ, ১৪ দিনে ১৭ এসআইআর মৃত্যু। জবাব দেবে কী বিজেপি? ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত এসআইআরকে কেন্দ্র করে ১৭ জনের মৃত্যুর তালিকাও তিনি তুলে ধরেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, এ-ব্যাপারে নীরব কেন মিডিয়া? বাংলায় সাইলেন্ট ইনভিসিবল রিগিংয়ের প্রসঙ্গে দিল্লি দূষণের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের ভাষাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। আসলে এসআইআরের আড়ালে বিজেপি এবং কমিশন কীভাবে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, সেই বিপদ সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিলেন ডেরেক।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের মহিলা দলের প্রাক্তন নির্বাচক মঞ্জুরুলের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থা-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেছেন জাহানারা আলম। মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়কের অভিযোগ ঘিরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেটে। বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, কাউকে রেয়াত করা হবে না

বিজেপি রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার নমুনা!

ফরিদাবাদে হাসপাতালে ডাক্তারদের ডেরায় উদ্ধার প্রচুর বিস্ফোরক, অস্ত্র

চিকিৎসকদের সঙ্গে জঙ্গিযোগের অভিযোগ

নয়াদিল্লি: বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ও সংলগ্ন জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন নিরাপত্তারক্ষীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে একদল চিকিৎসকের যোগাযোগের তদন্তে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ অভিযানে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এক মেডিক্যাল কলেজ থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন বিস্ফোরক রাসায়নিক, একটি অ্যাসল্ট রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাণ্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহৃত ২৯০০ কিলোগ্রাম সন্দেহভাজন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং অস্ত্রগুলি ফরিদাবাদের আল ফালাহ হাসপাতাল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে একটি অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার হওয়া এক কাশ্মীরি চিকিৎসকের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই উদ্ধারপর্ব হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আটক চিকিৎসক ডাঃ আদিল আহমদ রাথাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হাসপাতালে তল্লাশি চালানো হয় এবং একই হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক ডাঃ মুজাম্মিল শাকিলকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে তিনটি ম্যাগাজিন এবং ৮৩ রাউন্ড তাজা গুলি-সহ একটি

অ্যাসল্ট রাইফেল, আট রাউন্ড তাজা গুলি-সহ একটি পিস্তল, দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, ২০টি ব্যাটারি-সহ টাইমার, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল এবং প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম ভারী ধাতু। এছাড়া আটটি বড় এবং চারটি ছোট স্যুটকেস, ওয়াকিটকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, আল ফালাহ হাসপাতালের এক মহিলা চিকিৎসকের একটি মারুতি সুইফট গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, ডাঃ শাকিল ফরিদাবাদে ধোজ এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, যেখানে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটগুলি লুকানো ছিল। এই রাসায়নিক প্রায় ১৫ দিন আগে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল এবং ছোট-বড় বারোটি স্যুটকেসে ভরে রাখা হয়েছিল। যদিও প্রাথমিক রিপোর্টে ৩০০ কিলোগ্রাম আরডিএক্স এবং একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধারের দাবি করা হয়েছিল, কিন্তু পরে পুলিশ স্পষ্ট করে যে এটি আরডিএক্স নয়, বরং বিস্ফোরণের জন্য ব্যবহৃত অন্য রাসায়নিক পদার্থ। ফরিদাবাদের পুলিশ কমিশনার সত্যেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, জঙ্গিযোগের সূত্র খুঁজতে এটি একটি চলমান যৌথ অভিযান। উদ্ধার হওয়া দাহ্য পদার্থটি সম্ভবত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। কাশ্মীর উপত্যকার নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ এবং গাজওয়াত-উল-হিন্দে-এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সন্দেহে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আসা চিকিৎসকদের একটি বড় নেটওয়ার্কের দিকে এখন তদন্তের মোড় ঘোরানো হয়েছে। পুলিশি হেফাজতে থাকা দুই চিকিৎসককে জম্মু ও কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং কর্মকর্তারা এটিকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত বিস্ফোরক উদ্ধারের বৃহত্তম ঘটনাগুলির মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ৭/২৫ ধারা এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ)-এর ১৩, ২৮, ৩৮ ও ৩৯ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আসন সংরক্ষণ নিয়ে কেন্দ্রের জবাব তলব

নয়াদিল্লি: মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি জনস্বার্থ মামলার সূত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে। এই জনস্বার্থ মামলার মূল দাবি, লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং দিল্লি বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করতে যে নারী-সংরক্ষণ আইন হয়েছে, সেটির বাস্তবায়ন যেন আসন পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) বা নতুন জনগণনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে অবিলম্বে কার্যকর করা হয়। বিচারপতি বি ভি নাগরত্না এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ এই মামলার শুনানির সময় সংরক্ষণের পক্ষে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। বিচারপতি নাগরত্না মৌখিকভাবে মন্তব্য করেন যে, সংবিধানে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং দেশে প্রায় ৪৮ শতাংশ মহিলা রয়েছেন, তাই মহিলারাই এই দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু।

এই এসআইআরটা ভোটবন্দি

(প্রথম পাতার পর)

আমাদের সঙ্গে খেলা এত সহজ নয়, খেলার আগে আমরা পিচটা জেনে নিই। আমরা প্রতি পদে পদে লড়ব। প্রত্যেকটা জেনুইন ভোটারকে তালিকায় রাখতে হবে। এটা নির্বাচন কমিশনের দায়বদ্ধতা। কোনও কিছুতেই মানুষের ভোটাধিকার কাড়তে দেব না। এরপরই তাঁর প্রশ্ন, অসমেও তো নির্বাচন, কেন সেখানে এসআইআর হচ্ছে না? কেন এক্ষেত্রে আলাদা নিয়ম হবে? আর বিহারে কী করে ঘুষপেটিয়া এল! সেখানে তো বিজেপির সরকার? আর রোহিঙ্গা আসছে কী করে? রেল, সীমান্ত, বিএসএফ, সিআরপিএফ— সব তোমার হাতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তোমার আগে পদত্যাগ করা উচিত। তুমি শুধু মিথ্যে কথা বলবে আর নাটক করবে। আর টাকা আছে বলে ইউটিউবের মাধ্যমে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে দিল্লির ঘটনাকে নিউ টাউনের বলে চালাবে!

মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, ১৯৭১ থেকে ২০০২-এর মধ্যে যারা এসেছে, তারা ভারতের নাগরিক। ২০২৪ সাল পর্যন্ত যারা এসেছে তাদেরকে তাড়ানো হবে না, তারা থাকবে এটাও বলা হল। আমার কাছে খবর আছে, সিআরপিএফ, বিএসএফ ক্যাম্প করে এসব করা হচ্ছে। সিএএ কায়েম করার অধিকার বিজেপির নেই। তুমি কে ধার্মিক কার্ড বিক্রি করার! অধার্মিক লোক সব। আমাদের হারাতে পারবে না জেনেই এসব ছলনা, বঞ্চনা, প্রতারণা করছে। সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করছে। এর আগে বলেছিল ব্যাঙ্কের জন্য আধার কার্ড, প্যান কার্ড লাগবে। এখন কোনও কার্ডই ভ্যালিড নয়। শুধু মোদি কার্ড, মিরজাফর কার্ড ভ্যালিড।

দিল্লির আকাশে বিষ, রাজপথে নিষেধাজ্ঞা

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর

নয়াদিল্লি: দেশের রাজধানী দিল্লিতে যখন বায়ুদূষণ বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য গুরুতর ঝুঁকির মুখে, ঠিক তখনই দূষণের প্রতিবাদে ইন্ডিয়া গেটে জমায়েত হওয়া আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। রবিবার প্রায় ৪০০ মানুষ মাস্ক পরে এবং ব্যানার হাতে এই মারাত্মক দূষণ পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু কর্তব্যপথ থানা এলাকায় নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পূর্বানুমতি না থাকা সত্ত্বেও এই জমায়েত করা হয়। এই কর্মসূচিতে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং প্রায় ১০০ জনকে আটক করে বাওয়ানা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনাটি বিজেপি সরকারের অসংবেদনশীল ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। পরিবেশ কর্মী বিমলেন্দু ঝা-র মতে, বিগত পনেরো দিন ধরে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বিপজ্জনক মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও সরকার দূষণ মোকাবিলার বদলে জনমানসের ধারণা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, যার প্রমাণ ডেটা ম্যানিপুলেট করতে জল ছড়ানোর মতো পদক্ষেপ। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে নাগরিকরা কেবল নিশ্বাস নেওয়ার অধিকার চাইছে, যা একটি মৌলিক অধিকার, অথচ দেশের রাজধানীতে সেই অধিকার চাওয়াকেই সরকার ও পুলিশ অবৈধ কাজ হিসেবে গণ্য করছে—এটি কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়, জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাবকেও প্রকট করে তুলেছে।

শুল্কচাপ সামলাতে দোসর অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে ভারতের পণ্য রফতানির বাজারে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এবার সেই ক্ষতি মেরামতির লক্ষ্যে বিকল্প বন্ধু খোঁজার পথে ভারত। দিল্লির প্রশাসন সূত্রে খবর, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করার পথে হাঁটতে চলেছে ভারত। একইভাবে এই পরিকল্পনায় ভারতের দোসর হতে রাজি অস্ট্রেলিয়া সরকারও। শনিবার অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে সেদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ডন ফারেলের সঙ্গে দেখা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল। সেই বৈঠকে দুই দেশই অর্থনৈতিক সমঝোতা সংক্রান্ত বিষয় দ্রুত চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ।

অস্ট্রেলিয়া একইসাথে ভারত এবং আমেরিকা— দুই দেশেরই বন্ধুরাষ্ট্র। ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় চিনের একাধিপত্য রুখতে চতুর্দেশীয় অক্ষ 'কোয়াড'-এ আমেরিকার পাশাপাশি রয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান। তবে ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতির জেরে বিরক্ত অস্ট্রেলিয়াও। সেদেশের পণ্যেও ন্যূনতম ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন প্রশাসন। আর ভারতের উপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। ফলে আমেরিকায় পণ্য রফতানি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ক্ষতির মুখে পড়ছেন দেশের উৎপাদকেরা। এই পরিস্থিতিতে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া চাইছে পণ্য রফতানির জন্য বিকল্প সূত্র খুঁজে বার করতে।

লালকেল্লার গায়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

(প্রথম পাতার পর) হরিয়ানা থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সলমন জানায় এক বছর আগে আখোলার দেবেন্দ্রকে সে গাড়িটি বিক্রি করে দেয়। পরে দেবেন্দ্র পুলওয়ামার তারিক নামে এক ব্যক্তিকে গাড়িটি বিক্রি করে।

স্থানীয় মানুষ জানাচ্ছেন, সন্ধ্যায় মেট্রো গেটের গায়ে পরপর গাড়িতে আগুন লাগে এবং বিস্ফোরণ হয়। হুন্ডাই গাড়িতে বিস্ফোরণের পরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের গাড়িগুলিতে। আসে দমকল এবং পুলিশ। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দেখা যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনা শুধুই বিস্ফোরণ নাকি কোনও নাশকতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে রাজধানীর লালকেল্লার মতো স্পর্শকাতর এলাকায় এই ঘটনায় সকলেই হতবাক। দিল্লিতে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রের মন্ত্রীরাও দিল্লিতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে এ-ধরনের ঘটনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, ৪০ ঘণ্টা আগে ফরিদাবাদে হরিয়ানা ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছিল ৩৬০ কেজি বিস্ফোরক, বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র, ২০টি বোমার টাইমার, রিমোট ও ওয়াকিটকি। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের মতে, গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৩,০০০ কেজি বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যার সঙ্গে জইশ-ই-মহম্মদ ও আনসার ঘাজওয়াত-উল-হিন্দের মতো জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে বলে ধারণা।

বন্ধ হোক চাপিয়ে দেওয়া জিএসটি

(প্রথম পাতার পর) তাঁর সংযোজন, আমি মনে করি রাজ্যের করের টাকা রাজ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। কেন্দ্রের সরকার যে কর আদায় করে তা নিয়ে কেন্দ্রের কোনও কাজ নেই। একমাত্র প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত রক্ষা ছাড়া। সব খরচ রাজ্যের। তাই জিএসটি তুলে দেওয়ার পক্ষেই এদিন সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রয়াত আমেরিকার জীববিদ জেমস ডি ওয়াটসন। ডিএনএ-র গঠনের অন্যতম আবিষ্কর্তা তিনি। তাঁর সেই আবিষ্কারের ফলেই জিনবিদ্যার নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে। ডিএনএ-র গঠন যে প্যাঁচালো, ১৯৫৩ সালে তা আবিষ্কার করেন জেমস

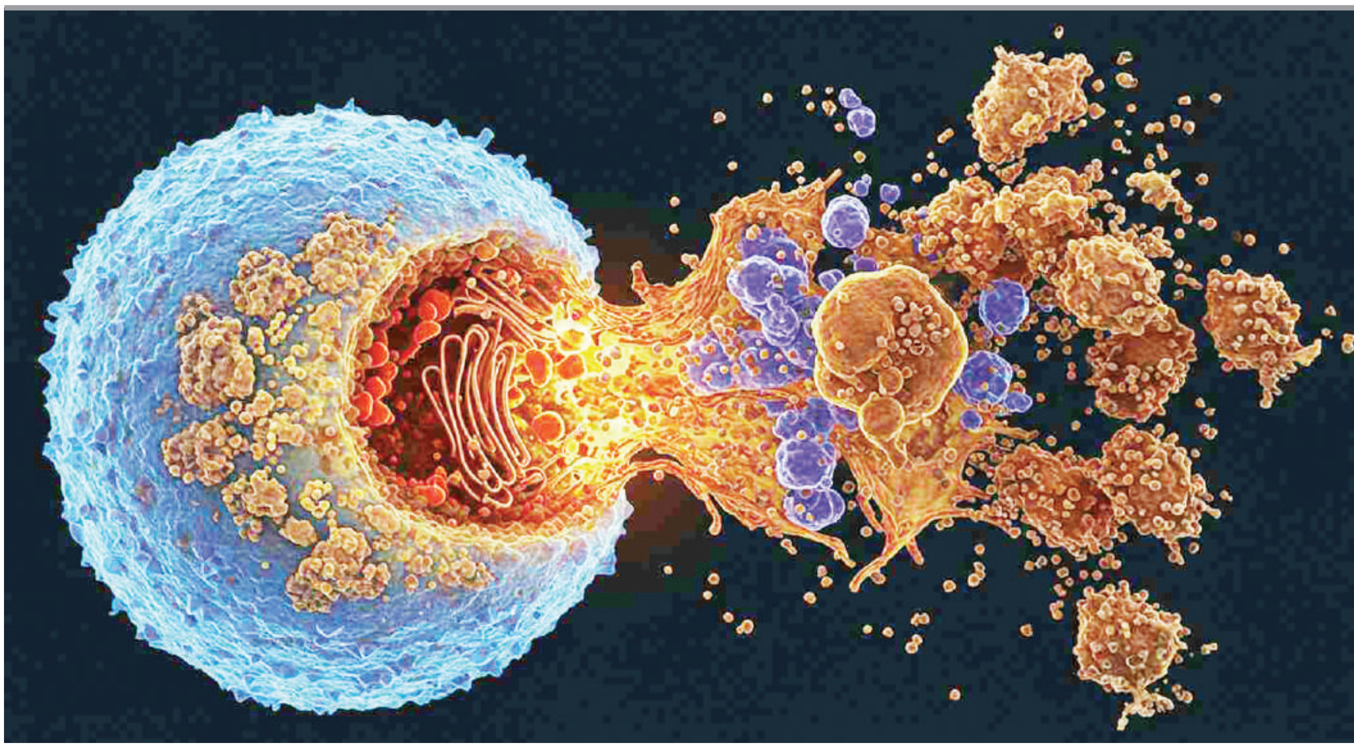

কোষের শুদ্ধীকরণ

ক্যাথারটোসাইটোসিস, কোষের শুদ্ধীকরণের একটা অভিনব পদ্ধতি। চিকিৎসাশাস্ত্রে বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে এটি কতটা স্বাস্থ্যকর বা কার্যকর তা তর্কসাপেক্ষ। আলোচনায় **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

এক নতুন দিগন্ত

ক্যাথার্টোসাইটোসিস হল সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি কোষীয় প্রক্রিয়া, যেখানে কোষগুলি দ্রুত 'বমি' করে বা অনাকাঙ্ক্ষিত অভ্যন্তরীণ উপাদান এবং বর্জ্য পদার্থ কোষের বাইরে বের করে দেয়। গ্রিক শব্দ থেকে উদ্ভূত এই পরিভাষাটির আসল অর্থ হল 'কোষীয় শুদ্ধীকরণ'। গবেষকেরা মূলত ইঁদুরের পাকস্থলীর কোষে এই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর নামকরণ করেন। ক্যাথার্টোসাইটোসিস এমনই একটি আকর্ষণীয় কোষীয় প্রক্রিয়া যা আঘাতের পর কোষগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য সুবিধাজনক শর্টকাট প্রদান করে। কোষীয় শুদ্ধীকরণ নামে পরিচিত এই প্রক্রিয়াটি, একটি বৃহত্তর পুনরুৎপাদনমূলক পদ্ধতি প্যালিজেনোসিস (paligenosis)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ক্যাথার্টোসাইটোসিস পদ্ধতি

কোষের বাইরের ঝিল্লির মধ্যে অনন্য, বহু-প্রকোষ্ঠযুক্ত অঙ্গুলাকার অংশ (invaginations) গঠিত হয়। কোষ এই গঠনগুলি ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে কোষীয় আবর্জনা, যেমন সালফেটেড গ্লাইকোপ্রোটিন, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ঝিল্লি এবং সিক্রেটরি গ্র্যানিউল পদার্থ আশেপাশের পরিবেশে নির্গত করে। সাধারণত তিনটি স্তরে এটি ঘটে থাকে।

অ্যাপিকাল মেমব্রেন ইনভ্যাজিনেশন

ক্যাথার্টোসাইটোসিসের মূল ভিত্তি হল একটি অত্যন্ত সুসংহত কাঠামোগত পরিবর্তন। কোষের গোড়ার দিক (basal side) থেকে অ্যাপিকাল প্লাজমা মেমব্রেন-এর মধ্যে বহু-প্রকোষ্ঠযুক্ত ইনভ্যাজিনেশন গঠিত হয়। এটি হল কোষের সেই দিক যা একটি খোলা স্থানের মুখোমুখি থাকে, যেমন পাকস্থলীর গহ্বর (lumen)।

আবর্জনাকে আবদ্ধ করা

এই ইনভ্যাজিনেশনগুলি মূলত কোষের মধ্যে অস্থায়ী 'পকেট' বা 'গহ্বর' তৈরি করে, যা পরবর্তীতে অবাঞ্ছিত পদার্থে ভরে যায়। এই পদার্থগুলি কেবল ক্ষুদ্র অণু নয়, বরং বড়, জটিল কাঠামো যেমন সালফেটেড গ্লাইকোপ্রোটিন (যা মেটাপ্লেসিয়া এবং ক্যানসারের চিহ্নিতকারী হতে পারে), এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ঝিল্লি এবং সিক্রেটরি গ্র্যানুলস।

যান্ত্রিক নির্গমন

ত্রিমাত্রিক আলোক এবং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি এই প্রক্রিয়াটি দৃশ্যমান করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মনে করা হয় কোষ যান্ত্রিকভাবে এই ঝিল্লি-আবদ্ধ পকেটগুলো 'ছিঁড়ে ফেলে' এবং তাদের ভেতরের অংশ সরাসরি কোষের বাইরের পরিবেশে, যেমন পাকস্থলীর গ্রন্থির গহ্বরে, নির্গত করে। এর ফলে বর্জ্যকে অভ্যন্তরে ভাঙার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

উদ্দেশ্য

যখন বিভেদিত (বিশেষায়িত) কোষগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন তাদের বিভক্ত হতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু মেরামত করতে একটি আরও আদিম, স্টেম সেল-সদৃশ অবস্থায় ফিরে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়া, প্যালিজেনোসিস, কোষগুলিকে তাদের পরিণত কাঠামো ত্যাগ করতে বাধ্য করে। আগে মনে করা হত যে এটি শুধুমাত্র অটোফাজি-এর মাধ্যমে ঘটে, যা লাইসোসোমের মধ্যে কোষীয় উপাদানগুলোকে ভেঙে ফেলার একটি ধীর এবং পদ্ধতিগত অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া। ক্যাথার্টোসাইটোসিস একটি দ্রুত, বাহ্যিক বিকল্প সরবরাহ করে।

অটোফাজি থেকে কোথায় আলাদা

অটোফাজি হল কোষের অভ্যন্তরে লাইসোসোমের মাধ্যমে কোষীয় উপাদানগুলোর নিয়ন্ত্রিত ভাঙন। কিন্তু ক্যাথার্টোসাইটোসিস হল একটি পৃথক, যান্ত্রিকভাবে স্বাধীন প্রক্রিয়া যা বর্জ্যকে বাইরের দিকে বের করে দেয়। এটি কোষগুলিকে ধীর ও পদ্ধতিগত অটোফাজিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে না গিয়ে দ্রুত বর্জ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি শর্টকাট পথ দেয়।

ক্যাথার্টোসাইটোসিসের দ্বিমুখী প্রভাব

বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী আঘাত এবং রোগের প্রেক্ষাপটে ক্যাথার্টোসাইটোসিস একটি উপকারী প্রক্রিয়া, গবেষকেরা এর সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকগুলিও তুলে ধরেছেন।

প্রদাহ বাড়িয়ে তোলা

কোষীয় আবর্জনার দ্রুত এবং 'অগোছালো' নির্গমন আশেপাশের কলাতে একটি প্রদাহ-সৃষ্টিকারী অণুপরিবেশ তৈরি করতে পারে। বর্জ্য পদার্থের এই জমাটবদ্ধতা স্থানীয় প্রদাহকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ক্যানসারের সঙ্গে সংযোগ

দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ এবং ক্যানসারের মধ্যে সম্পর্ক অনেকদিন আগেই প্রতিষ্ঠিত। গবেষকেরা অনুমান করছেন যে পাকস্থলীতে এইচ. পাইলোরি-র সংক্রমণের পরিস্থিতিতে, চলমান ক্যাথার্টোসাইটোসিস প্রদাহজনক পরিস্থিতিতে বেশি করে ইন্ধন জোগায়। এই সময় এই পরিবর্তিত কোষগুলি যখন প্যালিজেনোসিস এবং ক্যাথার্টোসাইটোসিসের মাধ্যমে বারবার স্টেম সেল-সদৃশ অবস্থায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তখন তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে এবং প্রসারিত হতে পারে, যা কিনা আবার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়।

ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

ক্যাথার্টোসাইটোসিস একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা প্রথমে ২০২৪-'২৫ সালের একটি গবেষণায় বর্ণিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি গ্যাস্ট্রিক এপিথেলিয়াল কোষে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, গবেষকেরা অনুমান করছেন যে এই প্রক্রিয়াটি অন্যান্য কলাতেও ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য ও রোগের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য যদিও আরও তদন্ত প্রয়োজন, তবুও এখনও অবধি আবিষ্কৃত তথ্যানুযায়ী এটিকে চিকিৎসার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য বায়োমার্কার

বিজ্ঞানীরা একটি অ্যান্টিবডি তৈরি করেছেন যা ক্যাথার্টোসাইটোসিস থেকে নির্গত কোষীয়

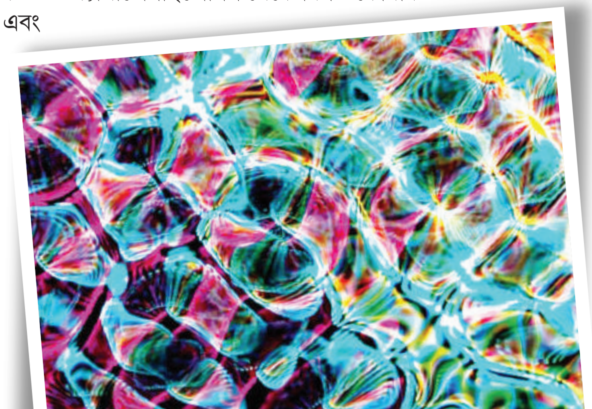

আবর্জনার সাথে যুক্ত হতে পারে। এটি থেকে বোঝা যায় যে এই আবর্জনার উপস্থিতি কোনও ক্যানসার কোষের কিনা, বিশেষত গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যানসারের, প্রাথমিক শনাক্তকরণের জন্য একটি বায়োমার্কার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

চিকিৎসাগত লক্ষ্যবস্তু

ক্যাথার্টোসাইটোসিসের আণবিক পথগুলি আরও ভালভাবে বোঝার মাধ্যমে, নতুন থেরাপিউটিক কৌশল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। তীব্র আঘাতের জন্য, ক্যাথার্টোসাইটোসিসের উপকারী পুনরুৎপাদনমূলক প্রভাব বাড়ানোর এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করা যেতে পারে। আবার, এর বিপরীতে, দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতিতে, প্রদাহ কমাতে এবং টিউমার গঠনের ঝুঁকি হ্রাস করতে অতিরিক্ত ক্যাথার্টোসাইটোসিসকে বাধা দেওয়ার দিকেও নজরদারি করা যেতে পারে।

মাঠে ময়দানে
11 November, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপের নিয়মে বদল, ইতালিকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ফিফার বিরুদ্ধে

লেয়নডস্কির হ্যাটট্রিকে দুরন্ত জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ১০ নভেম্বর : লা লিগায় চেনা ছন্দে ফিরল বার্সেলোনা। রবার্ট লেয়নডস্কির দুরন্ত হ্যাটট্রিকে সেল্টা ভিগোকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে কাতালান জায়ান্টরা। কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের বাড়তি পাওনা, লামিনে ইয়ামালের টানা তিন ম্যাচে গোল এবং মার্কাস র‍্যা-শফোর্ডের জোড়া অ্যাসিস্ট। এদিনের জয়ের পর, ১২ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানেই রইল বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।

চোটের কারণে এক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন লেয়নডস্কি। গত ২ নভেম্বর এলচের বিরুদ্ধে লা লিগার ম্যাচে মাঠে ফিরলেও, পরিবর্ত হিসাবে খেলেছিলেন শেষ ১৬ মিনিট। এরপর ৫ নভেম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও ক্লাব ব্রুগার বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন। সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে অবশ্য লেয়নডস্কিকে শুরু থেকে খেলিয়েছেন ফ্লিক। আর পোলিশ স্ট্রাইকার কোচের আস্থার মান রেখেছেন তিন-তিনটি গোল করে।

১০ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন লেয়নডস্কি। যদিও এক মিনিটের ব্যবধানে ১-১ করে দিয়েছিল সেল্টা ভিগো। গোলদাতা সের্জিও ক্যারেরা। যদিও ৩৭ মিনিটে র‍্যা-শফোর্ডের পাস থেকে ফের গোল করে বার্সাকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন লেয়নডস্কি। কিন্তু ৪৩ মিনিটে বোরহা ইগলেসিয়াসের গোলে ফের ২-২ করে ফেলে সেল্টা ভিগো। তবে প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ইয়ামালের গোল। ফলে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে মাঠ ছেড়েছিল বার্সেলোনা।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার পর থেকেই আক্রমণ শানাতে থাকে বার্সা। ফলস্বরূপ ৭৩ মিনিটে লেয়নডস্কির তৃতীয় গোল। এই গোলের পিছনেও অবদান ছিল র‍্যা-শফোর্ডের। লা লিগায় এটি লেভার তৃতীয় হ্যাটট্রিক। দুই কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস ও আলফ্রেডো ডি'স্টেফানোর পর লা লিগার ইতিহাসে লেয়নডস্কি তৃতীয় ফুটবলার, যিনি ৩৫ পেরোনোর পর তিনবার হ্যাটট্রিক করলেন। খেলার একেবারে অন্তিম সময়ে সেল্টা ভিগোর ইগাও আসপাসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন বার্সেলোনার ফ্র্যাঙ্কি ডি'ইয়ং। তাতে অবশ্য খেলার ফলাফলে কোনও প্রভাব পড়েনি।

হ্যাটট্রিকের পর লেয়নডস্কিকে নিয়ে সতীর্থদের উল্লাস।

রেফারিকে তোপ বিতর্কে নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ১০ নভেম্বর : দুঃসময় যেন কাটতেই চাইছে না নেইমার দ্য সিলভার। চোট-আঘাতে জর্জরিত ব্রাজিলীয় তারকা নিজের সেরা ফর্মের ধারে কাছেও নেই। জাতীয় দলে ফেরার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রাজিলিয়ান লিগে ফ্ল্যামেঙ্গোর কাছে ২-৩ গোলে হেরে গিয়েছে নেইমারের ক্লাব স্যান্টোস। আর খেলা শেষ হওয়ার পর রেফারিকে তোপ দেগে নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। প্রায় দু'মাস পর স্যান্টোসের প্রথম দলে ফিরেছিলেন নেইমার। কিন্তু পায়ে বল পড়লেই তাঁকে কড়া ট্যাকল করছিলেন ফ্ল্যামেঙ্গোর ফুটবলাররা। বারবার ফাউলের শিকার হয়ে তিতিবিরক্তি নেইমারের ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে গ্যালারি থেকে বিপক্ষ সমর্থকদের লাগাতার বিদ্রুপ। এই নিয়ে মাঠেই মেজাজ হারিয়ে রেফারির দিকে কার্যত তেড়ে গিয়ে হলুদ কার্ডও দেখেন। ম্যাচের পর, রেফারি সাভিও সাম্পাইয়োর বিরুদ্ধে তোপ দেগে নেইমার বলেন, সম্মান জানিয়েই বলছি, উনি খুব খারাপ রেফারি এবং অহংকারী। আজ আমাকে হলুদ কার্ড দেখানোর সময় হুমকিও দিয়েছেন। আমার মনে হয়েছিল, ফ্ল্যামেঙ্গো গোল করার সময় আমাদের গোলকিপারকে ফাউল করা হয়েছে। সেটা রেফারিকে বলতে গিয়েছিলাম। উনি তখন আমাকে হুমকি দেন, কাছে এলেই কার্ড দেখাব। এই ম্যাচে রেফারির আচরণ সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল।

গোপনে ক্যাম্প ন্যু ঘুরে এলেন মেসি

প্রিয় ক্যাম্প ন্যুতে মেসি।

বার্সেলোনা, ১০ নভেম্বর : বার্সেলোনা ছেড়েছেন অনেক দিন। কিন্তু পুরনো ক্লাবের মায়া পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই হঠাৎ করেই বার্সার হোম গ্রাউন্ড ক্যাম্প ন্যু-তে হাজির হলেন লিওনেল মেসি! আর তাতেই জল্পনা তুঙ্গে, তাহলে কি মেসি ফের বার্সেলোনায় ফিরতে চলেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়াতে ফাঁকা ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন কিছু ছবি পোস্ট করেছেন মেসি। সঙ্গে তিনি লিখেছেন, গত রাতে আমি এমন একটা জায়গায় ফিরেছিলাম, যাকে আমি হৃদয় দিয়ে মিস করি। সেই জায়গা, যেখানে আমি অসম্ভব খুশি ছিলাম। যেখানে আপনারা হাজারবার আমাকে মনে করিয়েছেন, আমি বিশ্বের সুখীতম মানুষ। আশা করি, একদিন আমি এখানে ফিরতে পারব। খেলোয়াড় হিসাবে বিদায় জানাতে নয়। কারণ আমি সেটা কোনও দিনই চাইনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের পর থেকে ক্যাম্প ন্যু-তে কোনও ম্যাচ খেলেনি বার্সেলোনা। কারণ স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। তবে সম্প্রতি ৮৯৪ দিন ক্যাম্প ন্যু-তে প্র্যাকটিস শুরু করেছে বার্সেলোনা। আগামী ২২ বা ২৯ নভেম্বর ক্যাম্প ন্যু-তে ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হবে ২০২৭ সালে।

হরমনপ্রীতদের জন্য এবার বিদেশি কোচ

মুম্বই, ১০ নভেম্বর : ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ের পুরস্কার। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য বিদেশি কোচ আনতে চলেছে বিসিসিআই। যা খবর, তাতে প্রধান কোচের দায়িত্বে থাকছেন অমল মুজুমদারই। তবে প্রথমবার কোনও বিদেশি স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নিয়োগ করা হবে হরমনপ্রীত কৌরদের জন্য।

কাপ জয়ের পর হরমন-স্মৃতি।

বোর্ড সূত্রের খবর, বাংলাদেশ পুরুষ দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ নাথান কিয়েলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে, তিনিই হবেন হরমনপ্রীতদের নতুন সাপোর্ট স্টাফ। কিয়েলি এর আগে অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শিল্ডের দল নিউ সাউথ ওয়েলসের সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়া বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সেও বেশ কয়েকজন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ এসেছেন। তাঁদের দিকেও নজর রয়েছে।

এতদিন মহিলা দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচের দায়িত্ব সামলেছেন এ আই হর্ষ। বিশ্বকাপে দলকে ফিট রাখার নেপথ্যে তাঁর বড় অবদান ছিল। তাঁকে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় পুরুষ দলেও সম্প্রতি বিদেশি স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ এসেছে। দায়িত্ব নিয়েছেন আদ্রিয়ান লে রু। এবার মেয়েদের দলেও একই পদক্ষেপ নিতে চলেছে বোর্ড।

তাঁর নামে তথ্যচিত্র, অবাক রেণুকা

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : বিশ্বকাপ জিতে ঘরে ফিরে বড় সারপ্রাইজ পেলেন রেণুকা সিং ঠাকুর। তাঁকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছে গ্রামের মানুষরা। অভিভূত রেণুকার বক্তব্য, এটাই সেরা উপহার।

ভারতীয় মহিলা দলের পেসার রেনুকার বাড়ি শিমলার রোহরু অঞ্চলের পারসা গ্রামে। বাবা কেহর সিং ঠাকুর ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার বিনোদ কাম্বলির বড় ভক্ত। ছেলের নামও রেখেছিলেন বিনোদ। স্বপ্ন দেখতেন ছেলে একদিন দেশকে বিশ্বকাপ জেতাবেন। ছেলে না পারলেও মেয়ে রেণুকা পেরেছে। কিন্তু মেয়ের এই সাফল্য দেখে যেতে পারেননি কেহর। কারণ রেণুকার জন্মের তিন বছর পরই তিনি মারা যান।

তবে ঘরের মেয়ের সাফল্যে উৎসবে মেতেছে গোটা গ্রাম। স্থানীয় প্রশাসন এবং গ্রামবাসীরা মিলে সংবর্ধনাও দিয়েছে রেণুকাকে। হিমাচলপ্রদেশের দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে বিশ্বমঞ্চে রেণুকার যাত্রা নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও তৈরি করেছেন গ্রামবাসীরা। যা দেখে অবাক রেণুকা নিজেই। তিনি বলেছেন, ঘরে ফিরে দারুণ খুশি। বিশেষ করে, সবাই মিলে আমাকে নিয়ে যে তথ্যচিত্র তৈরি করেছে, এটা আমার কাছে সেরা উপহার।

বাবা প্রয়াত হওয়ার পর, রেণুকাকে ক্রিকেটার বানানোর পিছনে বড় অবদান ছিল মা সুনীতা ঠাকুর ও জেঠু ভূপিন্দর ঠাকুরের। রেনুকাকে ধরমশালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করিয়েছিলেন ভূপিন্দর। রেণুকার বক্তব্য, কঠোর পরিশ্রমের ফল মিলেছে। আমার সাফল্যের যাবতীয় কৃতিত্ব মা এবং জেঠুর। আমার জন্য মা যেভাবে লড়াই করেছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আর জেঠু আমাকে কোচ পবন সেন ও কোচ বীণা পাণ্ডের অধীনে ধরমশালা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তাই ওঁদের সব কৃতিত্ব দিতে চাই।

ঘরের মেয়েকে উপহার গ্রামবাসীদের

ঘরে ফিরে প্রিয়জনদের সঙ্গে বিশ্বকাপজয়ী রেণুকা।

আমি ভাগ্যিস পরিবার নিয়ে গোয়ায় থাকি! দিল্লির দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন জন্টি রোর্ডস

দাপট বোলারদের, সাত পয়েন্টের খোঁজে বাংলা

চোখ সাত পয়েন্টে, শাহবাজের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লারা।

প্রতিবেদন : রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে সাত পয়েন্টের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। গতকালের ৫ উইকেটে ৯৭ রান হাতে নিয়ে সোমবার মাঠে নেমেছিল রেলওয়েজ। বাংলার বোলারদের দাপটে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস গুটিয়ে যায় ২২২ রানে। এরপর ফলো-অন করতে নেমেও ধুঁকছে রেলওয়েজ। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের রান ৫ উইকেটে ৯০। বাংলার থেকে এখনও ১৬২ রানে পিছিয়ে রয়েছে তারা। হাতে এখনও একটা দিন। ইনিংসের ব্যবধানে বা ১০ উইকেটে জিতলেই সাত পয়েন্ট পকেটে পুরবে বাংলা।

রেলওয়েজ যে প্রথম ইনিংসে দুশোর বেশি রান তুলতে পেরেছিল, তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ভার্গব মেরাই ও উপেন্দ্র যাদবের। এদিন লাঞ্চের আগে এই জুটি ভাঙতে পারেননি বাংলার বোলাররা। একটা সময় স্কোর দাঁড়িয়েছিল ৫ উইকেটে ২০৩। কিন্তু উপেন্দ্র ৭০ রান করে মহম্মদ কাইফের শিকার হতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে যাবতীয় প্রতিরোধ। ৯১ রান করে ভার্গব আউট হন রাহুল প্রসাদের বলে। আগের দিন ৪ উইকেট নেওয়া সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এদিন কোনও উইকেট পাননি। তবে কাইফ ও রাহুল ২টি করে উইকেট নেন। একটি করে উইকেট পান শাহবাজ আহমেদ এবং বিশাল ভাটি।

দ্বিতীয় ইনিংসেও রেলওয়েজের ভরসা সেই ভার্গব ও উপেন্দ্র। দিনের শেষে ভার্গব ২০ রানে ও উপেন্দ্র ১২ রানে অপরাজিত রয়েছেন। এই ইনিংসে শহবাজ ও রাহুল নিয়েছেন ২টি করে উইকেট। একটি পেয়েছেন কাইফ।

জাপান ওপেন দিয়ে ফিরছেন লক্ষ্য-প্রণয়

কুমামোতো, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে জাপান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন মাস্টার্স। যা লক্ষ্য সেন এবং এইচ এস প্রণয়দের নতুন চ্যালেঞ্জ। দুই ভারতীয় শাটলারেরই চলতি বছরটা খুব খারাপ কেটেছে। তবে শেষ তিনটে টুর্নামেন্টে কিছুটা হলেও ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন লক্ষ্য।

হংকং ওপেনে রানার্স হওয়ার পর, ডেনমার্ক এবং হাইলো ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন লক্ষ্য। জাপান ওপেনে সপ্তম বাছাই লক্ষ্য টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন জাপানি শাটলার কোকি ওয়াতানাবের। অন্যদিকে, ২০২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদকজয়ী প্রণয়কে ভোগাচ্ছে চোট-আঘাত। যা দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে তাঁর পারফরম্যান্সেও। নিজের সেরা ছন্দে ফেরার জন্য লড়াই চালানো প্রণয় প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছেন মালয়েশিয়ার জুন হাও লিয়ংকে। এছাড়া নজর থাকবে আয়ুষ শেঠির দিকে। তরুণ ভারতীয় শাটলার চলতি বছরে ইউএস ওপেন খেতাব জিতেছেন। ফলে তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা রয়েছে। তবে প্রথম রাউন্ডেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন আয়ুষ। তাঁকে খেলতে হবে টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই থাইল্যান্ডের কুনলাভুট ভিটিডসার্নের বিরুদ্ধে।

সঞ্জুর বদলে জাদেজার সঙ্গে পাথিরানাকে চাই

চেন্নাইকে বার্তা রাজস্থানের

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : আগামী মাসে আইপিএলের ছোট নিলাম। ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে জানিয়ে দিতে হবে, তারা কোন কোন ক্রিকেটারকে ধরে রাখছে ও কাদের ছেড়ে দিচ্ছে। এই আবহে নিজেদের মধ্যে খেলোয়াড় অদল-বদল করে নিতে চাইছে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস। রাজস্থানের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে পেতে ভীষণভাবে আগ্রহী চেন্নাই। সঞ্জুকে ছেড়ে দিয়ে আপত্তি নেই রাজস্থানের। কিন্তু তার বদলে চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটারকে চাইছে তারা। শুরুতে সঞ্জুর বদলে রবীন্দ্র জাদেজা এবং স্যাম কারেনকে চেয়েছিল রাজস্থান। তাতে আপত্তি ছিল না চেন্নাই ফ্র্যাঞ্চাইজির। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, মত বদলে কারেন নয়, জাদেজার সঙ্গে মাথিশা পাথিরানাকে চাইছে রাজস্থান। যদিও শ্রীলঙ্কার পেসারকে ছাড়তে না কি রাজি নয় সিএসকে।

শোনা যাচ্ছে, এই বিষয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনি, কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এবং অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে আলোচনা করছে সিএসকে কর্তৃপক্ষ। যাতে অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে বের করা যায় কি না। এরই মধ্যে জাদেজা ও পাথিরানা আবার সোমবার নিজের নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন। যা তাঁদের চেন্নাই ছাড়ার জল্পনা আরও উসকে দিচ্ছে। জাদেজা আইপিএল কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসে। তবে আইপিএলের প্রথম বছর তিনি ছিলেন রাজস্থান রয়্যালসে। সেবার শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজস্থান। জোর চর্চা, জাদেজার পুরনো দলে ফেরা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে, সঞ্জু টানা ১১টি মরশুম খেলেছেন রাজস্থানের হয়ে। তবে গত মরশুমের পরেই তিনি দল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কোচ ছাড়াই প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

প্রতিবেদন : আইএসএল অনিশ্চয়তার মধ্যেই সোমবার থেকে প্র্যাকটিস শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। আগামী ৪ ডিসেম্বর সুপার কাপের সেমিফাইনালে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি। তারই প্রস্তুতি এদিন থেকে শুরু হয়ে গেল। তবে কোচ অস্কার ব্রুজো এখনও ফেরেননি। তিনি সম্ভবত বুধবার কলকাতায় ফিরবেন। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার সাউল ক্রেসপোও ছিলেন না। জাতীয় শিবিরে থাকা আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ ও জয় গুপ্তাও ছিলেন না। তাই সহকারী কোচদের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করলেন বাকিরা।

লাল-হলুদের হিরোশি।

দলের বাকি পাঁচ বিদেশিই অবশ্য এদিন প্র্যাকটিস করেছেন। মিগুয়েল, হামিদ, কেভিন, রশিদ ও হিরোশিরা ছিলেন বেশ হালকা মেজাজে। ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচ খেলেছিল গত ৩১ নভেম্বর। তাই লম্বা বিরতির পর, এদিনের প্র্যাকটিসে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের উপর বাড়তি জোর দেওয়া হয়েছে। এর পরের সেশনে ফুটবলাররা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য চলল ওয়ান-টাচ পাসিংয়ের অনুশীলন।

চলতি মরশুমে বেশ ভাল ফুটবল খেলছে অস্কারের দল। কিন্তু দুটো টুর্নামেন্ট (ডুরান্ড এবং আইএফএ শিল্ড) খেলেও ট্রফি অধরা। তাই সুপার কাপকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে লাল-হলুদ শিবির। দুই বিদেশি স্ট্রাইকার হামিদ ও হিরোশি এখনও পর্যন্ত জাত চেনাতে ব্যর্থ। তবে এদিনের প্র্যাকটিসে দু'জনেই বেশ চনমনে দেখিয়েছে।

এলেন খুদেরা

প্রতিবেদন : শহরে ফিরল সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলার খুদে ফুটবলাররা। সোমবার সকালে হাওড়া স্টেশনে তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয় আইএফএ-র তরফে। ঢাকের বোলে মুখরিত হয় সমস্ত স্টেশন চত্বর। কোচ গৌতম ঘোষ-সহ বাংলা দলের বাকি সদস্যদের ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, উত্তরীয় ও মিষ্টি দিয়ে বরণ করে নেন আইএফএ-র সহ সভাপতি দিলীপ নারায়ণ সাহা ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা। এই উষ্ণ সংবর্ধনায় আপ্লুত কোচ থেকে ফুটবলার-সহ সদস্যরা।

বাংলার হার

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ টি-২০ জাতীয় টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হার বাংলার। সোমবার অন্ধ্রের কাছে পাঁচ উইকেটে হেরে গিয়েছেন বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ৯০ রান তুলেছিল বাংলা। সর্বোচ্চ ২৮ রান করেন প্রিয়াঙ্কা গোলদার। জবাবে ১৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ৯১ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অন্ধ্র।

টি-২০'তে আমলার চোখে সেরা রোহিত

জোহানেসবার্গ, ১০ নভেম্বর : অধিনায়ক হিসেবে গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করানোর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাট থেকে অবসর নেন রোহিত শর্মা। তবে এখনও রোহিতের টি-২০ পারফরম্যান্সে মজে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা ব্যাটার হাশিম আমলা। এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি।

তাঁর কাছে সেরা তিন টি-২০ ব্যাটার কে? এই প্রশ্নের জবাবে আমলা বলেছেন, আমার কাছে রোহিত শর্মা এখনও ফেভারিট। আমার সেরার তালিকায় রোহিত এক নম্বরে। ওর ব্যাটিং দেখতে আমার দারুণ লাগে। কী সৌন্দর্য! টি-২০ ক্রিকেটেও যে এত সহজে ব্যাট করা যায়। এত মসৃণভাবে শট খেলা যায় সেটা রোহিতকে দেখে বোঝা যায়। ওর সহজ ব্যাটিং চিরকাল মনে রয়ে যায়। তাই ছোট ফরম্যাটে রোহিতই আমার কাছে সেরা ব্যাটার।

আমলার বিচারে রোহিত ছাড়া বাকি দুই পছন্দের টি-২০ ব্যাটার হলেন ভারতের সূর্যকুমার যাদব এবং তাঁর দেশের হেনরিখ ক্লাসেন। তবে বিরাট কোহলিকে সেরা তিনে রাখেননি। সাক্ষাৎকারে আমলা অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর দেখা সেরা তিন ওয়ান ডে ক্রিকেটারের মধ্যে পড়েন বিরাট। তাঁর বিচারে বাকি দুই সেরা ব্যাটার রোহিত এবং কেন উইলিয়ামসন। আমলার বিচারে এই তিন ক্রিকেটার একদিনের ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান করেছেন।

টেস্ট ও ওয়ান ডে-তে সম্ভাব্য বিশ্বসেরা ব্যাটার প্রসঙ্গে আমলা বলেছেন, ভারতীয় দলে প্রচুর প্রতিভা। শুভমন গিল নিজেকে ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। তিন ফরম্যাটেই প্রতিভার ছাপ রেখেছে। যশস্বী জয়সওয়াল, কেএল রাহুলের মধ্যেও সেরা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাঠে ময়দানে

11 November, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রিচার নামে স্টেডিয়াম। সোমবার শহরে এক অনুষ্ঠানে সৌরভ বললেন, এটা খুব ভাল উদ্যোগ

ইংল্যান্ডে প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলেই বিপাকে শামি

মুম্বই, ১০ নভেম্বর : মহম্মদ শামি ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সুযোগ পাননি। রঞ্জির প্রথম দুই ম্যাচে ১৫টি উইকেট নেওয়ার পরও। শোনা যাচ্ছে ফিটনেস নিয়ে শামির সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা ও মন্তব্য ভালভাবে নেয়নি বোর্ড। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলার পর থেকে শামি আর দেশের হয়ে খেলেননি। এর উপর সম্প্রতি তিনি নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বোর্ডকে চটিয়েছেন। শামি অভিযোগ করেছিলেন বোর্ড তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। তিনি বলেছিলেন, বোর্ডকে ফিটনেসের আপডেট দেওয়া আমার কাজ নয়। কাজ হল এনসিএ-তে গিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করা। তারপর ম্যাচ খেলা। প্রসঙ্গটা এসেছিল এইজন্য যে, অজিত আগারকর দাবি করেছিলেন তিনি শামির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু সেন্টার ফর এক্সেলেন্স-এর মেডিক্যাল টিম মনে করেছে শামি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। শামি পাল্টা বলেছিলেন, ওকে যা বলার বলতে দিন। এরপরই নতুন নির্বাচক আরপি সিংকে ইডেনে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি বোর্ড ভালভাবে নেয়নি। এক সিনিয়র কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, নির্বাচকেরা ও সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর সাপোর্ট স্টাফেরা শামিকে বারবার ফোন করেছিলেন। বুমরা ইংল্যান্ডে তিনটির বেশি টেস্ট খেলতে পারবেন না বলে শামির মতো বোলারকে দরকার হবে বলে মনে করেছিলেন নির্বাচকরা। তাঁকে এ দলের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে বলা হয়েছিল। তখন শামি নাকি বলেছিলেন তিনি ওয়ার্কলোড নিতে প্রস্তুত নন। বলা হচ্ছে রঞ্জিতে শামি ১৩০ কিমি গতিতে বল করেছেন। বলও করেছেন ছোট স্পেলে। মনে করা হচ্ছে হাঁটুর চোট, বয়স ও অস্ত্রোপচারের কারণেই শামি বেশি ঝুঁকি নেননি। কর্তাটি দাবি করেছেন, বোর্ডের পক্ষ থেকে শামির খোঁজ নেওয়া হয়নি এটা সত্যি নয়। বোর্ডের স্পোর্টস সায়েন্স টিম এটাও খতিয়ে দেখেছিল যে শামির পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নেওয়া সম্ভব কিনা। বলাবাহুল্য, রিপোর্ট উল্টো দিকে ছিল।

বল ঘুরবে? একাই দেখে গেলেন গম্ভীর

সোনার মুদ্রায় টস, দু'পিঠে থাকবে গান্ধী ও ম্যান্ডেলার ছবি

প্রতিবেদন : টেস্টের পাঁচ দিন আগেই শহরে চলে এসেছেন গৌতম গম্ভীর, শুভমন গিলরা। সরাসরি অস্ট্রেলিয়া থেকে তাঁদের সঙ্গে এসেছেন জসপ্রীত বুমরা, ওয়াশিংটন সুন্দরও। সোমবার বাকি ক্রিকেটাররা এসে গেলেন। তবে এদিন কোনও প্র্যাকটিস ছিল না। কোচ গম্ভীর অবশ্য সকাল এগারোটা নাগাদ একাই পিচ দেখে গেলেন। শোনা যাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে ঘূর্ণী পিচের দাবি জানানো হয়েছিল।

অনেক দিন বাদে ইডেনে টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। তবে শহর ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট নিয়ে জেগে উঠেছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। যদিও সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে দাবি করেন, অনেক দিন বাদে এখানে টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে বলে জনমানসে ভাল সাড়া পড়েছে। পিচও ভালই হবে। এখনও কয়েকদিন সময় আছে। অনেক মানুষ খেলা দেখতে আসবেন।

রবিবার রাতে শুভমনরা কলকাতায় এসেছেন। জুরেল, পন্থ, সিরাজ, আকাশ দীপের মতো যারা কয়েকজন এ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলছিলেন, তাঁরাও এদিন এসে গেলেন। বলা হচ্ছে পরের দিকে বল ঘুরবে। কিন্তু তার আগে পেসাররা টক্কর দিতে পারেন। বুমরা, রাবাডারা এই পিচ থেকে বাড়তি সুবিধা পাবেন। সকালের দিকে এমনিতেই পেসাররা সুবিধা পায় ইডেনে।

বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, তবু ঝুঁকি নেওয়ার প্রশ্ন নেই। সোমবার ইডেন ঢাকা থাকল এভাবেই।

এ ম্যাচে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি করে ধ্রুব জুরেল জোরালো দাবি তুলেছেন। সৌরভও এদিন বলছিলেন, ও ভাল ফর্মে আছে। খেলানো উচিত। তবে দেখতে হবে নির্বাচকেরা কী ভাবছেন। ঋষভ পন্থ উইকেট কিপিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন। জুরেল খেলতে পারেন শুধু ব্যাটার হিসাবে। যা পরিস্থিতি তাতে ভারত সিরাজ ও বুমরার পাশে তিন স্পিনার খেলাতে পারে। আর জুরেল খেললে বসতে হবে নীতীশ রেড্ডিকে।

শুভমন-ওয়াশিংটনরা অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের ক্রিকেট খেলে এসেছেন। ফলে তাঁদের এখন দ্রুত লাল বলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। সৌরভ অবশ্য বলছেন, সিরিজে ভারতই এগিয়ে আছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা খুব শক্তিশালী দল। ওরা ইংল্যান্ডে ভাল খেলে এসেছে। তাই খুব ভাল সিরিজ হবে এখানে। তবে সৌরভ মনে করছেন সিরিজে ভারতই ফেবারিট। শুভমনদের জেতা উচিত।

এ দলের বিরুদ্ধে চতুর্থ ইনিংসে ৪১৭ রান তাড়া করে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। তেম্বা বাভুমা হাফ সেঞ্চুরি করেন। টেস্টের আগে তাঁদের এই ছন্দে থাকার ব্যাপারটাই চাপে রাখছে ভারতীয় দলকে। আজ থেকে ইডেনে টেস্টের প্রস্তুতি সারবে গম্ভীরের দল। এদিকে, এই ম্যাচে সোনার কয়েন দিয়ে টস হবে। মুদ্রার দু-পিঠে ম্যান্ডেলা ও গান্ধীর ছবি থাকবে। এই সিরিজে যারা জিতবে তারা পাবে ফ্রিডম ট্রফি। সেটাও দুই মনীষীর কথা মাথায় রেখে।

বিশ্বকাপের জন্য এখনও তৈরি নই আমরা : গম্ভীর

মুম্বই, ১০ নভেম্বর : আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারতের মাটিতে বসছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। টিম ইন্ডিয়ার সামনে যেমন টানা দ্বিতীয়বার টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার সুযোগ। তেমন গৌতম গম্ভীরের সামনেও দারুণ সুযোগ কোচ হিসেবে আরও একটা আইসিসি ট্রফি জেতার। যদিও গম্ভীরের দাবি, তাঁর দল বিশ্বকাপের জন্য এখনও পুরোপুরি তৈরি নয়।

সোমবার বিসিসিআই নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে বিশ্বকাপের আগে দলকে তৈরি হওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন গম্ভীর। তিনি বলেছেন, বিশ্বকাপের জন্য আমরা এখনও পুরোপুরি তৈরি নই। আশা করছি, ক্রিকেটাররা ফিট থাকার গুরুত্ব কতটা সেটা বুঝবে। আমাদের হাতে আর মাত্র তিনটে মাস রয়েছে। তার মধ্যেই নিজেদের পুরোপুরি তৈরি করে ফেলতে হবে।

বিশ্বকাপের জন্য সেরা কম্বিনেশন খুঁজে নিতে দল নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন গম্ভীর। যা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ সিরিজেও চোখে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে গম্ভীরের বক্তব্য, ক্রিকেটাররা কতটা দক্ষ, সেটা দেখার সবথেকে সহজ উপায় ওদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া! শুভমন যখন টেস্ট অধিনায়ক হয়েছিল, তখন ওর সঙ্গেও এটা করা হয়েছিল। কঠিন পরিস্থিতিতেই একজন খেলোয়াড়ের সেরাটা বেরিয়ে আসে বলে আমি বিশ্বাস করি। এর পাশাপাশি ভারতীয় সাজঘরের পরিবেশের প্রশংসা করে গম্ভীরের সংযোজন, আমাদের সাজঘরে কোনও লুকোছাপা নেই। এই সাজঘরের প্রত্যেকে খুব সৎ। আমরা তো এমনই একটা সাজঘর চেয়েছিলাম।

গম্ভীর আরও জানিয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ হারায় তিনি একেবারেই খুশি নন। রোহিত শর্মা ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলেন। বিরাট কোহলিও তৃতীয় ম্যাচে অপরাজিত হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। যদিও গম্ভীরের বক্তব্য, আমার কাছে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দলের সাফল্য। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে খুশি হই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সিরিজ হেরেছি। এটাই বাস্তব।

মেয়েদের ক্রিকেটে কিছুটা অবদান আমারও আছে

ট্রোলিংয়ের জবাব

প্রতিবেদন : ট্রোলিংয়ের জবাব দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। হরমনপ্রীত কৌরদের বিশ্বকাপ জয়ের পরেই সমাজমাধ্যমে সৌরভের বেশ কয়েক বছরের একটি পুরনো সাক্ষাৎকারের অংশ ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে মেয়ে সানার ক্রিকেট খেলা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সৌরভকে বলতে শোনা যায়, আমি ওকে বারণ করব। মেয়েদের ক্রিকেট খেলার দরকার নেই।

সৌরভের ওই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সোমবার শহরের এক অনুষ্ঠানে সৌরভের পাল্টা, কারা কী বলছেন আমি জানি না। ওঁদের বলতে দিন। আমি একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। আমার বক্তব্যের আগের ও পরের অংশ কেটে নিয়ে তা আবার দেখানো হচ্ছে। যাঁরা এই বিতর্ক তৈরি করেছেন, তাঁরা বরং এক্স হ্যান্ডেলে গিয়ে দেখে নিন, মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে আমার কী বক্তব্য। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে আমারও কিছু অবদান আছে।

নিজে না বললেও, সৌরভ যখন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেই সময়ই মহিলা ক্রিকেটারদের সমবেতনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি ডব্লুপিএলও চালু হয়েছিল তাঁর আমলে। যা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের উন্নতির অন্যতম কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া গত মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের মহিলা দলের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন সৌরভ।

সৌরভ আরও বলেছেন, মেয়েদের বিশ্বকাপ শুরুর সময়ই আমি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছিলাম, ভারত কাপ জিততে পারে। এই দলটা দুর্দান্ত। আমি দীর্ঘদিন মেয়েদের ক্রিকেটকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি জানি, এই মেয়েরা কতটা প্রতিভাবান।